



# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি  
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০  
[www.dphe.gov.bd](http://www.dphe.gov.bd)



# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

[www.dphe.gov.bd](http://www.dphe.gov.bd)

# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

[www.dphe.gov.bd](http://www.dphe.gov.bd)

## মুখবন্ধ

সরকারী উন্নয়নমূলককর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ও এতদসংক্রান্ত প্রবিধানমালা অনুসারে তথ্য কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সকল অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশের সকল মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন সার্কেল ও বিভাগের কর্মপরিধি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালা এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। এটি রেফারেন্স হিসেবেও মূল্যবান ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ রশিদুল হক)  
প্রধান প্রকৌশলী

## সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচিতি</b>	
১.১	পরিচিতি ও পটভূমি	১
১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
১.৩	কর্মপরিধি (Mandate)	২
১.৪	উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী	২
১.৫	সংস্থার প্রধান কার্যক্রম	৩
১.৬	নাগরিক সনদ	৪
১.৭	নাগরিক সেবার তথ্য সারণি	৫
২.০	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস</b>	
২.১	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৮
২.২	অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)	৮
২.৩	সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)	১১
২.৪	জনবল	১২
২.৫	পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ	১৪
৩.০	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড</b>	
৩.১	২০১৬-১৭ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পের তালিকা	১৫
৪.০	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দায় দায়িত্ব</b>	
৪.১	প্রধান প্রকৌশলী	১৬
৪.২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)	১৭
৪.২.১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল)	১৭
৪.২.১.১	নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা বিভাগ)	১৮
৪.২.১.২	নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রোগ্রাম এন্ড কোঅর্ডিনেশন বিভাগ)	১৮

8.2.1.3	প্রোগ্রামার (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইউনিট)	১৮
8.2.2	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভান্ডার সার্কেল)	১৯
8.2.2.1	নির্বাহী প্রকৌশলী (ভান্ডার বিভাগ)	১৯
8.2.3	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল)	২১
8.2.3.1	নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিজাইন বিভাগ)	২১
8.2.3.2	নির্বাহী প্রকৌশলী (সার্ভে ইনভেস্টিগেশন রিসার্চ বিভাগ)	২১
8.3	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)	২১
8.3.1	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল)	২২
8.3.1.1	নির্বাহী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বিভাগ)	২৩
8.3.1.2	নির্বাহী প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ)	২৩
8.3.1.3	নির্বাহী প্রকৌশলী (আর্সেনিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ)	২৪
8.3.2	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল)	২৪
8.4	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)	২৪
8.4.1	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাঠ পর্যায়ের সার্কেল)	২৫
8.4.1.1	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা পর্যায়)	২৫
8.4.1.1.1	সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা পর্যায়)	২৭
<b>৫.০</b>	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী নীতিমালা</b>	
৫.১	নীতিমালা	২৮
৫.২	ম্যানুয়াল	২৯
৫.৩	নির্দেশিকা	২৯
<b>৬.০</b>	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক তথ্য</b>	
৬.১	বাজেট	৩০
৬.২	আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা	৩৩
<b>৭.০</b>	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি</b>	
৭.১	চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩৪

৮.০	তথ্য প্রাপ্তি ও আপীল সংক্রান্ত তথ্য	
৮.১	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম	৩৮
৮.২	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য	৩৮
৮.৩	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৩৮
৮.৪	আপীল আবেদনের জন্য আবেদন ফরম	৩৮
৮.৫	আপীল আবেদনের তথ্য	৩৯
৮.৬	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের তথ্য	৩৯
৮.৭	তথ্য প্রদান ইউনিটের আপীল কর্তৃপক্ষ	৩৯
৮.৮	বার্ষিককর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন তথ্য	৩৯
৮.৯	বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৪০
৮.১০	ই-ডাউনলোড	৪০
	২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত গ্রামীণ ও পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম	৪১
	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	৪৭
	গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫৩
	২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য	৫৬
	পরিশিষ্ট	৫৯

## ১.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচিতি

### ১.১ পরিচিতি ও পটভূমি

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯২৪ সালে ডিপিএইচই (বেঙ্গল) নামে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) তে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ঋৎসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনর্বাসনের গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মানোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণে অত্র দপ্তর পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ সহ কারিগরী সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। পৌরসভা সমূহে ডেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর করে যাচ্ছে। এছাড়া বন্যা, সাইক্লোন, মহামারী ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

### ১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পল্লী ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান উদ্দেশ্য

- প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।
- দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।



### ১.৩ কর্মপরিধি (Mandate):

- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং কদমরসুল পৌরসভা যেখানে ওয়াসা কাজ করছে সেসব এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থাপনা।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও কর্মপদ্ধতি নিরুপণে সরকারকে পরামর্শমূলক সহযোগিতা (Advisory Support) প্রদান।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহযোগিতা করা।

### ১.৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীঃ

১৯২৪	-	ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর প্রধান কাজ ছিল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই।
১৯৩৬	-	হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রজেক্ট শুরু।
১৯৪১	-	এয়ার রেইড প্রিকশন টিউবওয়েলস (HTW) প্রজেক্ট শুরু।
১৯৪৫	-	দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী টিউবওয়েল প্রজেক্ট।
১৯৪৭	-	ডিপিএইচই (পূর্ব পাকিস্তান) হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
১৯৪৭	-	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই।
	-	গ্রামীণ এলাকায় হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রোগ্রাম চালু।
	-	ঢাকা শহরের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন (Sewerage System) চালু।
১৯৫৮	-	ঢাকা শহরের জন্য Storm Water Drainage চালু।
১৯৬৩	-	ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্মলাভ।
	-	উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) চালু এবং Deep Set Pump প্রযুক্তি চালু।
১৯৬৪		হ্যান্ড টিউবওয়েল প্রোগ্রাম।
		রুরাল স্যানিটেশনের উপর পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়।
১৯৭২	-	যুদ্ধ পরবর্তী গ্রামীণ পানি সরবরাহের দায়িত্ব ডিপিএইচই কে প্রদান।
	-	ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
	-	জেলা শহরের জন্য পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প শুরু করা হয়।
১৯৭৩	-	পানি দূষণ প্রতিরোধ সেল (Water Pollution Control Cell) গঠন।
১৯৭৮	-	ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

১৯৮০	-	বিভাগীয় শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কার্যক্রম শুরু।
১৯৮৩	-	উপজেলা হেড কোয়ার্টারে পানি সরবরাহ কার্যক্রম।
১৯৮৭	-	রাজশাহী ওয়াসার জন্মলাভ।
১৯৯৩	-	নতুন ৪২ টি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি।
১৯৯৩	-	পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জোনাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৯৬	-	বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মানের পূর্ণাঙ্গ ডাটা বেইজ তৈরির লক্ষ্যে কম্পিউটার বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।
২০০৮		খুলনা ওয়াসার জন্মলাভ।
২০০৯	-	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করা হয়।
২০১৪	-	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

### ১.৫ সংস্থার প্রধান কার্যক্রম:

- ঢাকা , চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে **Lead Agency** হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন ) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা ;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন;
- তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ;

- স্থানীয় সরকার , বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং **Community Based Organization (CBO)** সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (**WSP**) বাস্তবায়ন।

## ১.৬ নাগরিক সনদ (Citizen Charter):

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ওয়াসার আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে।

### জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ:

- ১। পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ করা।
- ২। একটি কেন্দ্রীয় ও ১৩টি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা সহ তৎপরবর্তী পরামর্শ প্রদান করা।
- ৩। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (**Manual**) প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ৪। আপদ-কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা।
- ৫। পানির উৎসের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ ও স্থাপন কাজে জনগণকে সহায়তা প্রদান করা।
- ৬। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সর্বসাধারণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

**নাগরিক সেবার তথ্য সারণি (Citizen Charter):**

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ/সেবার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ফি	নির্দিষ্ট সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারের বিধান
০১	নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ (পল্লী এলাকায়)	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ- সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	উপজেলা ওয়াটসান (WATSAN) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী সহায়ক চাঁদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দ মোতাবেক চূড়ান্ত তালিকা কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ। সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ সহ নলকূপ স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ।	ওয়াটসান কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ৪৫ কর্ম দিবস	উপকার ভোগী কর্তৃক প্রদত্ত সহায়ক চাঁদা রেইন ওয়াটার হার্ডেঞ্জিং সিস্টেম=১৫০০.০০ পি এস এফ=৪৫০০.০০ এসএসটি/ভিএসএসটি=২৫০০.০০ ৬ নং অগভীর নলকূপ=১৫০০.০০ অগভীর তারা নলকূপ=২৫০০.০০ অগভীর মোডিফাইড নলকূপ=২৫০০.০০ ৬ নং গভীর নলকূপ=৭০০০.০০ রিংওয়েল/ডাগ ওয়েল=৩৫০০.০০ গভীর তারা নলকূপ=৭০০০.০০	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
	নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ (শহরে এলাকায়)		পৌর মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাসহ সহায়ক চাঁদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দ মোতাবেক চূড়ান্ত তালিকা কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ। সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহসহ নলকূপ স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ।			
০২	পানির গুণগত মান পরীক্ষা (ফিল্ড টেস্ট কিটের মাধ্যমে) উপজেলা কার্যালয় হতে প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ- সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর ফিল্ড টেস্ট কীট থাকা সাপেক্ষে উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নলকূপ মেকানিক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক নলকূপ পরীক্ষা করন ও প্রতিবেদন প্রদান।	১০ কর্ম দিবসের মধ্যে	বিনামূল্যে (মূল্যে ধার্যকরন প্রক্রিয়াধীন)	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ/সেবার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ফি	নির্দিষ্ট সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারের বিধান
০৩	পানির গুণগত মান পরীক্ষা (আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারে)	সিনিয়র কেমিস্ট	দেশব্যাপী ১৩টি জেলায় অবস্থিত আঞ্চলিক ল্যাবরেটরিতে নির্ধারিত ফি সহ আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর নলকূপের পানি পরীক্ষা করন ও সরাসরি প্রতিবেদন প্রদান	১০ কর্ম দিবসের মধ্যে	আর্সেনিক-৪৫০/- আয়রন-৪৫০/- ক্লোরাইড-২৫০/- (অন্যান্য পরীক্ষার ফি সংযুক্ত)।	পরিচালক, কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার, মহাখালী, ঢাকা এর নিকট লিখিত অভিযোগ।
০৪	রিং-স্ল্যাব বিনামূল্যে বিতরণ/কমিউনি টি ল্যাট্রিন স্থাপন	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	বরাদ্দ সাপেক্ষে পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তালিকা মোতাবেক হত দরিদ্রদের মাঝে স্যানিটেশন সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ/ অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন।	প্রাপ্ত বরাদ্দ মোতাবেক	দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ/স্থাপন	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
০৫	নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ/ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ	অফিস সহকারী (সিসিটি)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ/ রিং-স্ল্যাব সরবরাহ করা হয়।	প্রয়োজনীয় মজুদ সাপেক্ষে সার্বক্ষণিক	রিং-স্ল্যাব ও নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশের অনুমোদিত মূল্য তালিকা প্রতিটি অফিসে সংরক্ষিত আছে।	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী / উপ-সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) এর নিকট লিখিত অভিযোগ করতে হবে।
০৬	উদ্বুদ্ধকরণ	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ- সহকারী প্রকৌশলী/নলকূপ মেকানিক	সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।	বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী	বিনামূল্যে	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ/সেবার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ফি	নির্দিষ্ট সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারের বিধান
০৭	সরকারী নলকূপ সমূহের তত্ত্বাবধায়কগণ কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও রেঞ্জ সরবরাহ	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ- সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপ্তির পর সরকারী নলকূপ সমূহের তত্ত্বাবধায়কগণকে নলকূপ মেরামত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বরাদ্দ সাপেক্ষে রেঞ্জ সরবরাহ।	নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপ্তির ২৮ কর্ম দিবসের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে রেঞ্জ সরবরাহ	প্রকল্পে সংস্থান থাকা সাপেক্ষে	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ
০৮	কারিগরি সহায়তা	সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী / উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী/উপ- সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর এলাকায় পৌরসভা সমূহকে চাহিদার প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সকল সরকারী-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।	৭ কর্ম দিবস	বিনামূল্যে	নির্বাহী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী

## ২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

### ২.১ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল:

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগণের মৌলিক অধিকার, এদেশের জনগণের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌছানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সর্বদাই নিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামোয় স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম ও আউট সোর্সিং মঞ্জুরীকৃত ৬৯৭২ টি পদ রয়েছে। যার মধ্যে সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১৫টি, আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০৪টি, জেলা পর্যায়ে ৭৮২টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫৭৭১ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫১৪৫ জন জনবল নিয়োজিত থেকে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্যায়ে ৯টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) সার্কেলের প্রতিটিতে ১জন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলাটি স্টাডি) সার্কেলে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ০২ জন এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ৮ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ২টি উপজেলায় ১ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন।

### ২.২ অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং সদর প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দের অধিক্ষেত্র এলাকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	নিয়ন্ত্রণকারী		অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)
১।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)	১।	পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার সার্কেল, ঢাকা।
		৩।	ফিজিবিলাটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল, ঢাকা।

২।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল।
		২।	ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল।
৩।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)	১।	জোনাল সার্কেল সমূহ। (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর)
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল)	১।	পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
		২।	প্রোগ্রাম এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিভিশন, ঢাকা।
		৩।	এমআইএস ইউনিট, ঢাকা।
		৪।	জিআইএস ইউনিট, ঢাকা।
৫।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (স্টোর সার্কেল), ঢাকা।	১।	সেন্ট্রাল স্টোর বিভাগ, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার বিভাগ, চট্টগ্রাম।
		৩।	ভান্ডার বিভাগ, খুলনা।
৬।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলাটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল), ঢাকা।	১।	ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা।
		২।	এসআইআর বিভাগ, ঢাকা।
৭।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল), ঢাকা।	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ, ঢাকা।
		২।	মেকানিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ, ঢাকা।
		৩।	আর্সেনিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা।
৮।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল), ঢাকা।	১।	কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি।
		২।	১৩টি জোনাল ল্যাবরেটরি (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, নোয়াখালী, ঝিনাইদহ, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, টাঙ্গী, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ)





## ২.৪ জনবল:

এ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম রাজস্ব ও আউটসোর্সিং মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা ৬৯৭২ টি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব (স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম অস্থায়ী রাজস্ব) খাতের পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা				মোট
				স্থায়ী রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	ওয়ান টাইম	আউট সোর্সিং	
ক. প্রথম শ্রেণী								
১	প্রধান প্রকৌশলী	১	৭৮০০০	১	০	০	০	১
২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	৩	৫৬৫০০-৭৪৪০০	৩	০	০	০	৩
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪	৫০০০০-৭১২০০	১৪	০	০	০	১৪
৪	প্রধান রসায়নবিদ	৪	৫০০০০-৭১২০০	০	১	০	০	১
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৭৬	১	০	০	৭৭
৬	উপ-পরিচালক	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	০	১	০	০	১
৭	সিঃ সোস্যাল ডেভেঃ অফিসার	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	১	০	০	০	১
৮	সিনিয়র রসায়নবিদ	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	১৩	০	০	০	১৩
৯	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	৭০	০	০	৭০
১০	সহকারী পরিচালক	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	২	০	০	২
১১	সিনিয়র ব্যাকটেরিয়োলজিস্ট	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	১	০	০	১
১২	প্রোগ্রামার	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	২	০	০	০	২
১৩	সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	৯	০	০	০	৯
১৪	রসায়নবিদ	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	২	০	০	২
১৫	সিনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট	৭	২৯০০০-৬৩৪১০	৩	০	০	০	৩
১৬	লিগ্যাল অফিসার	৭	২৯০০০-৬৩৪১০	০	১	০	০	১
১৭	সহকারী প্রকৌশলী	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১৮৭	৯৬	০	০	২৮৩
১৮	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	০	০	০	১
১৯	জুনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট	৯	২২০০০-৫৩০৬০	৩	০	০	০	৩
২০	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	০	০	০	১
২১	ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	০	০	০	১
২২	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	০	০	২
২৩	ব্যাকটেরিয়োলজিস্ট	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	০	০	২
২৪	জুনিঃ সোস্যাল ডেভেঃ অফিসার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	৪	০	০	০	৪
প্রথম শ্রেণী মোট				৩১৮	১৭৯	০	০	৪৯৭

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা				মোট
				স্থায়ী রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	ওয়ান টাইম	আউট সোর্সিং	
খ. দ্বিতীয় শ্রেণী								
২৬	জুনিয়র কেমিস্ট	৯	২২০০০-৫৩০৬০	৪	৭	০	০	১১
২৭	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	০	১
২৮	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	০	১
২৯	প্রধান নব্বাকার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৪	২	০	০	৬
৩০	নব্বাকার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৫১	০	০	০	৫১
৩১	প্রধান প্রাককলনিক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৪	২	০	০	৬
৩২	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৪৮৯	৩০	০	০	৫১৯
৩৩	প্রাককলনিক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৬৪	২	০	০	৬৬
৩৪	ওয়ারশিয়ার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	০	১
৩৫	সুপারভাইজার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	০	১
৩৬	সুপারভাইজারী টেকনিশিয়ান	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৪	০	০	০	৪
৩৭	বিভাগীয় হিসাব রক্ষক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	২৬	১	০	০	২৭
৩৮	সহকারী উমেন ডেভেঃ অফিসার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	০	২	০	০	২
৩৯	টেকনিক্যাল সুপারভাইজার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	২	০	০	০	২
৪০	মাষ্টার ড্রিলার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	০	২	০	০	২
দ্বিতীয় শ্রেণী মোট				৬৫২	৪৮	০	০	৭০০
গ. তৃতীয় শ্রেণী								
৪১	নমুনা বিশ্লেষক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৭	১৮	০	০	২৫
৪২	স্বাস্থ্য প্রশিক্ষক	১১	১২৫০০-৩০২৩০	০	১৩	০	০	১৩
৪৩	সহকারী মাষ্টার ড্রিলার	১১	১২৫০০-৩০২৩০	০	৩	০	০	৩
৪৪	প্রধান সহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৭	৪	০	০	১১
৪৫	প্রধান সহকারী / উচ্চমান সহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৬৮	৬	০	০	৭৪
৪৬	স্টেনোগ্রাফার	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১২	০	০	০	১২
৪৭	ফোরম্যান	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	০	২	০	০	২
৪৮	প্রক্ষেপণকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	০	১৪	০	০	১৪
৪৯	অডিটর	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	০	১	০	০	১
৫০	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৭	৮	০	০	১৫
৫১	নমুনা সংগ্রহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৪	১৬	০	০	২০
৫২	উচ্চমান সহকারী	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৪	০	০	০	৪
৫৩	হিসাব রক্ষক (অধিদপ্তরীয়)	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৬	৭	০	০	১৩
৫৪	হিসাব রক্ষক / উচ্চমান সহকারী	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৪৪	০	০	০	৪৪
৫৫	স্টেনোগ্রাফার	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	১	০	০	০	১
৫৬	স্ট্যান্ডিক্যাল এসিস্টেন্ট	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	১	১	০	০	২
৫৭	গবেষণা সহকারী	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	০	১	০	০	১
৫৮	ডাডার রক্ষক	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	০	২	০	০	২
৫৯	টেকনিশিয়ান	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৪	০	০	০	৪
৬০	ক্যাশিয়ার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৬৯	২	০	০	৭১
৬১	হিসাব সহকারী / এলডিএ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৩৯	৪	০	০	৪৩
৬২	এলডিএ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৫	৪	০	০	৯
৬৩	টাইপিষ্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২	০	০	০	২
৬৪	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	১০৮	৩	০	০	১১১
৬৫	স্যানিটারী এসিস্টেন্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১১	০	০	১১
৬৬	নিম্নমান সহকারী/টাইপিষ্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	১২	০	০	০	১২
৬৭	এলডিএটি/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১২	০	০	১২
৬৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১৭	০	০	১৭
৬৯	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	২	০	০	২
৭০	ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৪০১	৩৪	০	০	৪৩৫
৭১	ট্রেসার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৪	০	০	০	৪
৭২	সার্ভেয়ার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২	০	০	০	২
৭৩	ড্রাইভার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	১০	১৪	৪৭	৪০	১১১
৭৪	স্পীডবোট ড্রাইভার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	০	৪	০	৪
৭৫	ইলেকট্রিশিয়ান	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	২	০	০	২
৭৬	ব্যক্তিগত সহকারী	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১	০	০	১
তৃতীয় শ্রেণী মোট				৮১৭	২০২	৫১	৪০	১১১০

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা				মোট	
				স্থায়ী রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	ওয়ান টাইম	আউট সোর্সিং		
ঘ. চতুর্থ শ্রেণী									
৭৭	পাম্প ড্রাইভার	১৭	৯০০০-২১৮০০	০	১৪	০	০	১৪	
৭৮	মেকানিক	১৭	৯০০০-২১৮০০	১৮৪০	১০২	০	০	১৯৪২	
৭৯	ক্যাশ সরকার	১৮	৮৮০০-২১৩১০	২	০	০	০	২	
৮০	ম্যাশন	১৮	৮৮০০-২১৩১০	০	০	৭১৯	০	৭১৯	
৮১	হেলপার	১৮	৮৮০০-২১৩১০	০	০	১	০	১	
৮২	ডেসপাস রাইডার	১৯	৮৫০০-২০৫৭০	১	০	০	০	১	
৮৩	লাইনম্যান	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৮	০	০	৮	
৮৪	সহকারী পাম্প ড্রাইভার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৮	০	০	৮	
৮৫	ট্রিটমেন্ট প্লান্ট অপারেটর	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৪	০	০	৪	
৮৬	মেশিন অপারেটর	২০	৮২৫০-২০০১০	০	০	০	৩	৩	
৮৭	প্রাধার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	১	০	১	২	
৮৮	লিফটম্যান	২০	৮২৫০-২০০১০	০	০	০	১	১	
৮৯	এম,এল,এস,এস	২০	৮২৫০-২০০১০	১০১	১৭	০	২০	১৩৮	
৯০	পিয়ন/এম,এল,এস,এস,	২০	৮২৫০-২০০১০	৪২৮	২০	০	২	৪৫০	
৯১	নিরাপত্তা রক্ষী	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৩	০	০	৩	
৯২	পরীক্ষাগার ক্রিনার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	২	০	০	২	
৯৩	গার্ড/ক্রিনার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৭	০	০	৭	
৯৪	ম্যাসেঞ্জার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৪	০	০	৪	
৯৫	গার্ড	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৫	০	০	৫	
৯৬	চৌকিদার/নাইটগার্ড	২০	৮২৫০-২০০১০	২৯৭	১৮	০	২	৩১৭	
৯৭	ক্রিনার / ল্যাব ক্রিনার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	০	০	৪	৪	
৯৮	গার্ড / চৌকিদার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	০	০	৮	৮	
৯৯	চৌকিদার	২০	৮২৫০-২০০১০	১৬৯	১	০	১	১৭১	
১০০	লেবার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	০	৮৪৯	০	৮২৫	
চতুর্থ শ্রেণী মোট					২৮৩৮	২১৪	১৫৬৯	৪৪	৪৬৬৫
				সর্বমোট =	৪৬২৫	৬৪৩	১৬২০	৮৪	৬৯৭২

বিভিন্ন শ্রেণীর মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পূরণকৃত পদ সংখ্যা	সৃষ্ট পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা	মন্তব্য
১	১ম শ্রেণী-৪৯৭	২৩০	২৭	-	২৬৭	
২	২য় শ্রেণী-৭০৪	৩৩৮	২৮	-	৩৬৬	
৩	৩য় শ্রেণী-১০৭৪	৬৭৩	৪১	-	৪০১	
৪	৪র্থ শ্রেণী-৪৬১৩	৩৯০৪	১৬৪	-	৭০৯	

### ২.৫ পদ সৃষ্টি, ও নিয়োগ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচিই) এর সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, পদোন্নতি এবং শূন্যপদ পূরণে বর্তমান সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১-১৭ অর্থবছরে প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো-

- পিএসসির মাধ্যমে ২৩ জন নন-ক্যাডার সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩য় শ্রেণীর ৬৪ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

### ৩.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

#### ৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পের তালিকা:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত অনুমোদিত)	জুলাই/২০০৭-জুন/২০১৭	৩৬৪৭.০০
২	৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত অনুমোদিত)	ডিসেম্বর /২০১০ –জুন/২০১৯	৮৯৯০০.০০
৩	টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প	জুলাই/২০১২ - জুন/২০১৭	১০২৭০.০০
৪	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	জুলাই/২০১২-ডিসেম্বর/২০১৭	৩৮৪১২.১৯
৫	খানা সদর এন্ড গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প ( ২য় পর্ব )	জুলাই/২০১২ - জুন/২০১৮	৩১৫৫৬.২৭
৬	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	জুলাই/২০১৩- জুন/২০১৯	১০৩৫২.৯৩
৭	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ( ২য় পর্যায় ) প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৪-জুন/২০১৭	১৮৪১৮.৭৪
৮	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৫-জুন/২০১৮	৪১৩৮৮.৭৩
৯	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৬-জুন/২০১৯	৭৯৯৯৮.০৩
১০	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ( ৩য় পর্ব )	জানুয়ারী/২০১৬-জুন/২০১৯	১৪৯৯৫.৫২
১১	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/ জলাশয় সমূহের পুনঃ খনন/ সংস্কার প্রকল্প	সেপ্টেম্বর/২০১৬-জুন/২০১৯	৩৭৪৫০.৭১
১২	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৭-জুন/২০১৮	১৯৭.৮০
১৩	বান্দরবন জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৭- ডিসেম্বর/২০১৯	৪৫০৩.৯৯
১৪	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	নভেম্বর/২০১৪- অক্টোবর/২০১৮	৩৪০৬.৮৮
১৫	গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৭-জুন/২০১৯	১৬৫১৯.০০
১৬	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৭-জুন/২০১৯	৪১৯৫.০০
১৭	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৭- ডিসেম্বর /২০১৯	৪৪০৮.০০
১৮	সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৭- ডিসেম্বর /২০১৯	২৮৭৪.০০
১৯	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ ( CDSP-IV ) ডিপিএইচই অংশ	জানুয়ারী/২০১১- ডিসেম্বর /২০১৮	২৪৫৩.০০

## 8.0 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দায় দায়িত্ব

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দায় দায়িত্ব (Charter of Duties) নিম্নরূপ:

### 8.1 প্রধান প্রকৌশলী:

প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব এবং কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- অধিদপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি প্রশাসনিক সার্বিক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন।
- প্রযুক্তিগত (Technical) বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের একজন পরামর্শক বা এ্যাডভাইজার হিসেবে দায়িত্বপালন এবং অধিদপ্তরের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি (Policy) প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান করা।
- বাজেট বিষয়ে অধিদপ্তরের প্রধান একাউন্টিং অফিসার (Principal Account Officer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন বিধি-বিধান, অর্ডিন্যান্স এবং নিয়মের মধ্যে থেকে প্রশাসনিক এবং অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পন্ন করা।
- অধিদপ্তর সুচারুরূপে পরিচালনা এবং শৃঙ্খলার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য নির্বাহী এবং অপারেশনাল (Operational) নির্দেশনা প্রদান এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা।
- সরকারী বিধি বিধান মোতাবেক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ করা।
- তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের Delegation of Power অনুযায়ী বিভিন্ন আদেশ জারী করা।
- পূর্ত কাজের নির্বাহী এবং পেশাগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।
- অধিদপ্তরকে প্রতিনিধিত্ব করা এবং যেখানে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়, সেখানে তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা।
- অধীনস্থ সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা।
- এক মাসের অধিককাল অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তার অধীনস্থ একই স্টেশনে (Station) অবস্থানকারী সকল কর্মকর্তাদের সাথে মাসে একবার আলোচনা করা।
- বাৎসরিক পরিদর্শনের অতিরিক্ত হিসেবে তার অফিস মাসে কমপক্ষে একবার এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসে চার মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন (Inspection) করা।
- যখন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অর্পণ করা।
- প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা এবং তার অধীন থাকা সরকারী সম্পত্তির হেফাজত করা।
- অধিদপ্তরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা (Security) ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা এবং রাজউক এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

## ৪.২ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)

তিনি নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা অনুসারে সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রধান প্রকৌশলীকে সহায়তা প্রদান করা।
- মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেল, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ইউনিসেফ (UNICEF), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং অন্যান্য দাতা বা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করা।
- এডিপি বাস্তবায়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা করা।
- প্রকল্প পরিকল্পনা, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন (Engineering Design), গবেষণা, তদারকি এবং পাইলট প্রকল্প (Pilot Project) ইত্যাদিতে মুখ্য সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### ৪.২.১ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল)

তিনি নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নিকট সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)-কে সহায়তা প্রদান করা।
- মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেল, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ইউনিসেফ (UNICEF), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং অন্যান্য দাতা বা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- এডিপি বাস্তবায়ন, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণপূর্বক তার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
- প্রকল্প পরিকল্পনা, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন (Engineering Design), গবেষণা, তদারকি এবং পাইলট প্রকল্প (Pilot Project) ইত্যাদিতে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### 8.২.১.১ নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা বিভাগ):

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নিকট তার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তার দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন :

- পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সবধরনের উন্নয়ন মূলক কাজের প্রজেক্ট ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা।
- প্রকল্প পরিকল্পনা/ প্রকল্প সংশোধন/ প্রকল্প প্রস্তুত প্রভৃতি কাজে মন্ত্রণালয়ের কোষ, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য দাতা সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
- প্রকল্পের মিশন রিপোর্ট / প্রজেক্ট ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য সমীক্ষা প্রতিবেদনে মন্তব্য করা।
- প্রকল্প প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা।
- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা/ ত্রি-বার্ষিকী আর্বতন কর্মসূচী প্রণয়ন করা।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রোগ্রামিং/ মনিটরিং বিভাগকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রস্তুত কাজে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করা।
- অর্পিত ক্ষমতা ও পি-ডব্লিউ-ডি কোড অনুযায়ী প্রাক্কলন অনুমোদন করা।
- বিভাগের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

### 8.২.১.২ নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রোগ্রাম এন্ড কো-অর্ডিনেশন বিভাগ)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তার দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন :

- অধিদপ্তরের খসড়া বার্ষিক/ ত্রি-বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন।
- অনুমোদিত বার্ষিক / ত্রি-বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আলোকে বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন।
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইত্যাদির সহিত যোগাযোগ রক্ষা।
- অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন।
- বিভাগের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
- আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করা।
- অর্পিত ক্ষমতা ও পি ডব্লিউ ডি কোড অনুসরণ করিয়া প্রাক্কলন অনুমোদন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করা।

### 8.২.১.৩ প্রোগ্রামার- এমআইএস ইউনিট (MIS Unit)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন :



- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডাটাবেইজ সফটওয়্যার (Database Software) ব্যবহার করা।
- সমগ্র দেশের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবহার তথ্য সমৃদ্ধ ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ কাজে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে সহযোগীতা প্রদান।
- কেন্দ্র হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
- অধিদপ্তরের জন্য Web site পরিচালনা সহ হালনাগাদের কাজ সম্পাদন করা।
- মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্যাদি পদ্ধতিগতভাবে সন্নিবেশিত এবং বিশ্লেষণ করার কাজে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে সহযোগীতা প্রদান।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করার কাজে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে সহযোগীতা করা।
- ইউনিটের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করা।

### ৪.২.২ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভাঙার সার্কেল)

তিনি নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নিকট সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- দ্রব্যাদি আহরণ (Materials Procurement), ক্রয় (Purchase) এবং দ্রব্যের গুনগত মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করা।
- আন্তর্জাতিক দ্রব্যাদি আহরণের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- অন্যান্য ভাঙার ডিভিশন উপর নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ করা।
- তার আয়ত্তাধীনে থাকা বিভিন্ন ক্রয় এবং কাজের প্রাক্কলন (Estimate) অনুমোদন (Sanction) করা।
- তার আয়ত্তাধীনে থাকা ব্যয় হিসাব (Expenditure Account) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### ৪.২.২.১ নির্বাহী প্রকৌশলী (ভাঙার বিভাগ)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভাঙার) বিভাগের নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

- সমুদ্র অথবা বিমান বন্দরে আগত অধিদপ্তরের কাজ সংশ্লিষ্ট মালামাল খালাসের সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আহরিত মালামাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিতরণ / প্রেরণ।
- উন্নয়ন ও রাজস্ব কর্মকাণ্ডের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এবং আয়ন ও ব্যয়নের মাসিক হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ করা।
- নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে পূর্ত কাজের প্রাক্কলনে অনুমোদন সংগ্রহ করা, দরপত্র তৈরি ও বিজ্ঞপ্তির প্রদান, দরপত্র মূল্যায়ন ও ঠিকাদার নিযুক্তি এবং দরপত্র

ও তফসিল মোতাবেক পূর্ত কাজ সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে পরিশোধ ইত্যাদি করা। ডেলিগেশন অব পাওয়ার ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী পূর্ত কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন করা।

- অধীনস্থ ভাঙারের পরিচালনা ও তদারকি করা।
- ভাঙারের মাসিক স্টক পরিদর্শন ও প্রয়োজনে মালামাল সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

### ৪.২.৩ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলাটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল)

তিনি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- ব্যবহারিক এবং প্রথাগত জরীপ, অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার; পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়নে অংশগ্রহণের আগ্রহ; পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় (বাস্তুবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) বিভিন্ন সংগঠনের (stakeholder) দক্ষতা/উপযোগিতা পর্যালোচনা; প্রচলিত বিভিন্ন কর্মকৌশলের প্রয়োগ বিশ্লেষণ ইত্যাদি।
- জরীপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট উন্নয়নে সম্ভাব্যতা নিরূপণ, অন্য সংস্থা/পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত জরীপ ও অনুসন্ধান সম্পর্কিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা।
- আর্থ সামাজিক গবেষণা পরিচালনার দিক নির্দেশনা প্রদান এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মকাণ্ডে stakeholder/জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত সমীক্ষা পরিচালনা।
- অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কার্যালয় সমূহের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
- ডেলিগেশন অব পাওয়ার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কাজ/প্রাক্কলনের কারিগরি/প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান এবং Arbitrator হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য পৌরসভা/শহর এলাকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার চাহিদা নিরূপণ।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন/সনাক্ত করণ এবং সিস্টেম ডিজাইন।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর Design Criteria প্রণয়ন।
- অধিদপ্তরীয় বিভিন্ন ফিজিবিলাটি স্টাডির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন।
- বিভিন্ন ফিজিবিলাটি স্টাডির তথ্য সংরক্ষণ।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।
- সার্কেলাধীন অফিসসমূহের অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা।
- অধিদপ্তরীয় কর্মকাণ্ডে Rate Schedule প্রণয়ন ও প্রয়োজন অনুযায়ী হালনাগাদ করণ।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### 8.২.৩.১ নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিজাইন বিভাগ)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

- অধিদপ্তরীয় কার্যালয় ভবন, গুদাম, পাম্প হাউজ এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার যাবতীয় অবকাঠামোর বিস্তারিত নকশা ও ডিজাইন প্রস্তুত করা।
- প্রস্তুতকৃত নকশা অনুযায়ী কাজের শিডিউল ও স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা।
- দেশী ও বিদেশী উপদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সব ধরনের নকশা ও ডিজাইন পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া।
- অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা ও পিডব্লিউডি কোড অনুসরণ প্রাক্কলন অনুমোদন।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

### 8.২.৩.২ নির্বাহী প্রকৌশলী (জরীপ অনুসন্ধান ও গবেষণা বিভাগ) (S.I. R. Division)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

- টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা নিরসনে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী পরিকল্পনা এবং প্রকল্প তথ্যাদি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা।
- প্রতি বৎসর ইয়ার বুক প্রকাশ করা যাহাতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার হালনাগাদ বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম প্রতিফলিত থাকে।
- অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী পিডব্লিউডি কোড অনুসরণে প্রাক্কলন অনুমোদন করা।
- এই বিভাগের সহিত জড়িত নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

### 8.৩ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)

তিনি নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- অধিদপ্তরের পানি সম্পদ উন্নয়ন/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজে মুখ্য দায়িত্ব পালন।
- পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) কে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং তা বাস্তবায়ন ও অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রণয়ন।
- পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান ও এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অধিদপ্তরীয় পানি পরীক্ষাগারগুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ।

- পানি সম্পদ উন্নয়ন/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে **Liaison** রক্ষা করা।
- বিভিন্ন সময় জারীকৃত সরকারী প্রজ্ঞাপন, অর্ডিন্যান্স ও এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ডেলিগেশন অব পাওয়ার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কাজ/প্রাক্কলন এর কারিগরি/প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান।
- অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কার্যালয় সমূহের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
- এই বিভাগের সাথে জড়িত নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদন করা।
- উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### ৪.৩.১ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল)

তিনি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্থিতি-তল পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ (**Ground Water Level Observation & Monitoring**).
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন **Protocol** প্রণয়ন।
- ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি নিরূপনকল্পে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ডাটাবেইজ প্রণয়ন।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির **Acquifer Mapping**.
- ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরণে **Technological Mapping**.
- পানির উৎস চিহ্নিত করণ।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট উন্নয়নে বিভিন্ন পদ্ধতির (**Option**) তুলনামূলক উপযোগিতা প্রণয়ন।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো সমূহের ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, কাজের পরিমাণ, তুলনামূলক উপযোগিতা ইত্যাদি প্রণয়ন।
- আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন।
- আর্সেনিক সমস্যার মোকাবেলায় গৃহীত/গৃহীতব্য সকল কার্যক্রমের অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা।
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের (**Conjunctive Use of Ground and Surface Water**) উপযোগিতা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক মডেল (**Mathematical Model**) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন **Accessories** (পাইপ ও ফিটিংস, নলকূপের পাম্প ও ফিটিংস, মটর পাম্প, ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামাদি) ইত্যাদি বিষয়ে অধিদপ্তরের জন্য একটি মান-মাত্রা (**Standards**) নিরূপণ এবং সময়ে সময়ে তা নবায়ন/পরিমার্জন বা সংশোধন করণ।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নির্ণয়ে সমগ্র দেশে ড্রিলিং কার্যক্রম পরিচালন এবং সম্ভাব্যতা ও জরীপ সার্কেলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- উৎপাদক নলকূপের ডিজাইন অনুমোদন।

- খাবার পানির জন্য জাতীয় মানমাত্রা নিরূপণ/উন্নয়ন।
- ডেলিগেশন অব পাওয়ার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কাজ/প্রাক্কলনের কারিগরি/প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান।
- সার্কেলাধীন অফিস সমূহের অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা।
- অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কার্যালয় সমূহের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### ৪.৩.১.১ নির্বাহী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বিভাগ)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল) এর নিকট তার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় চাহিদা অনুযায়ী পাম্পিং যন্ত্রপাতি/ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে সহায়তা করা।
- পাম্পিং যন্ত্রপাতি স্থাপন করা এবং পাম্পিং যন্ত্রপাতি/ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং স্থাপন সংক্রান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত টেন্ডার ডকুমেন্ট এবং কার্যাদেশ প্রদান করা।
- প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণে পাম্পিং মেশিনারি মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। উৎপাদক নলকূপের পাম্প টেস্ট করা এবং মাসিক হিসাব সংরক্ষণ করা।
- তার আওতাধীন ভান্ডারের ভেরিফিকেশন করা।
- অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা ও পিডব্লিউডি কোড অনুসরণে প্রাক্কলন অনুমোদন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

### ৪.৩.১.২ নির্বাহী প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

- শহর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাধীন পুরাতন উৎপাদক নলকূপগুলি পুনরুজ্জীবিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- উৎপাদক নলকূপের পাম্পিং টেস্ট পরিচালনা করা।
- শহর এলাকায় সঠিক পানির স্তর (Water Level) নির্ধারণের জন্য নলকূপের Exploratory drilling এর ব্যবস্থা করা।
- উৎপাদক নলকূপের বিস্তারিত ডিজাইন প্রস্তুত করা।
- উৎপাদক নলকূপের পাম্প নির্বাচন করা।
- শহর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য উৎস নির্বাচন করা।
- এই বিভাগের উপর অর্পিত উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রস্তুত করা এবং মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করা।
- আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করা।
- নির্মাণাধীন উৎপাদক নলকূপের তত্ত্বাবধান করা।

- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

### ৪.৩.১.৩ নির্বাহী প্রকৌশলী (আর্সেনিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

- আর্সেনিক দূষণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা।
- ভূ-গর্ভস্থ বিভিন্ন পানিবাহী স্তরে আর্সেনিক উপস্থিতির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।
- আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিকল্প পানির উৎসের কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা।
- আর্সেনিক দূষণযুক্ত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়।
- আর্সেনিক দূষণ রোধে উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা পরীক্ষামূলকভাবে (Piloting) মাঠ পর্যায়ে যাচাই।
- আর্সেনিক দূষণ ও তার ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মসূচী প্রণয়ন।
- আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে আদান-প্রদান।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### ৪.৩.২ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল)

তিনি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- তিনি সমগ্র দেশের পানির গুণাগুণ পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কাজের তত্ত্বাবধায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি নিরূপনকল্পে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ডাটাবেইজ প্রণয়ন।
- আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারগুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

### ৪.৪ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত):

তিনি নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- অধিদপ্তরের পূর্ত সম্পর্কিত কাজে মুখ্য দায়িত্ব পালনকরত প্রধান প্রকৌশলীকে পূর্ত সংক্রান্ত কাজে সার্বিকভাবে সহায়তা করা।
- বিভাগীয় পর্যায়ের পূর্ত কাজের তদারকি করা সহ মুখ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করা।

- বিভিন্ন সময় জারীকৃত সরকারী প্রজ্ঞাপন, অর্ডিন্যান্স ও এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তরের পূর্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ডেলিগেশন অব পাওয়ার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কাজ/প্রাক্কলন এর কারিগরি/প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রদান।
- অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কার্যালয় সমূহের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

#### 8.8.1 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাঠ পর্যায়ের সার্কেল)

তিনি নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত) এর নিকট তার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন:

- সার্কেলভূক্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন তদারক করা। এ উদ্দেশ্যে অধীনস্থ লোকবল, বরাদ্দকৃত তহবিল ও অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীসহ অন্যান্য কর্মসূচীর অনুকূলে প্রাপ্ত তহবিল সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের মধ্যে পুনঃ বন্টন করা।
- ডেলিগেশন অব পাওয়ার ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আলোকে সার্কেলের বিভিন্ন কাজের প্রাক্কলন সমূহের কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।
- অধীনস্থ অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করা এবং ওয়ার্ক প্ল্যান অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক সকল কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন/ অগ্রগতি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ।
- আঞ্চলিক রিভিউ কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।
- পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ডেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আঞ্চলিক উপদেষ্টা হিসাবে সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- আঞ্চলিক ঠিকাদার অন্তর্ভুক্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। পূর্তকাজ বিষয়ক ঠিকাদারদের ওজর আপত্তি, বিরোধ, মতদৈত্বতা ইত্যাদি ফয়সালা (Arbitration) করা।
- বৎসরে ন্যূনপক্ষে একবার অধীনস্থ কার্যালয় সমূহে অডিট সম্পাদন।
- বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

#### 8.8.1.1 নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা পর্যায়)

তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাঠ পর্যায়ে সার্কেল) এর নিকট তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ও নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

- উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে অধিদপ্তরীয় জেলা প্রশাসন (প্রকৌশল বিভাগ)কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান।

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও অন্যান্য কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্ব-স্ব জেলায় নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।
- জেলার অধিদপ্তরীয় নির্বাহী প্রধান হিসাবে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জাতি গঠনমূলক অন্যান্য সংস্থা ইত্যাদির সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করা।
- নিজ নিজ এলাকাধীন সকল চলতি কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা।
- উন্নয়ন ও রাজস্ব কর্মকাণ্ডের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এবং আয়ন ও ব্যয়নের মাসিক হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ করা।
- নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে পূর্ত কাজের প্রাক্কলনে অনুমোদন সংগ্রহ করা, দরপত্র তৈরি ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান, দরপত্র মূল্যায়ন ও ঠিকাদার নিযুক্তি এবং দরপত্র ও তফসীল মোতাবেক পূর্ত কাজ সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষ পরিশোধ ইত্যাদি করা। ডেলিগেশন অব পাওয়ার ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী পূর্ত কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন করা।
- অধীনস্থ ভাণ্ডার সমূহ পরিচালনা ও তদারকি করা। জেলা ভাণ্ডারের মাসিক স্টক পরিদর্শন ও প্রয়োজনে মালামাল সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নিজ এলাকাধীন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ড্রেনেজ ও শক্ত আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সঠিক তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া নির্দিষ্ট ফরমে/ছকে নিজ এলাকাধীন চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীসহ সকল কর্মসূচীর ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করা।
- জনগণকে নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ সম্পর্কিত গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা।
- অধীনস্থ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য অধঃস্তর কর্মচারীদের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজ আওতাধীন এলাকায় বদলীকরণ।
- পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পৌরসভাকে ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
- পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও শক্ত আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আঞ্চলিক উপদেষ্টা হিসাবে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারী বেসরকারি সংগঠন সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- ডিপিপি, টিপিপি ইত্যাদি প্রকল্প দলিল প্রণয়নে নির্বাহী প্রকৌশলী পরিকল্পনা বিভাগকে সহায়তা প্রদান করা।
- রোলিং প্ল্যান, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সহ পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে নির্বাহী প্রকৌশলী পরিকল্পনা বিভাগকে সহায়তা প্রদান করা।
- পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত প্রেরণে নির্বাহী প্রকৌশলী পরিকল্পনা বিভাগকে সহায়তা প্রদান করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন করা।



### 8.8.1.1.1 সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা পর্যায়)

তিনি নিম্ন বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা পর্যায়) এর নিকট তার সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়ী থাকবেনঃ

- উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সামগ্রিক মাঠ প্রশাসন ও কর্ম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতভুক্ত অধিদপ্তরীয় সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা মোতাবেক বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
- উপ-জেলার অধিদপ্তরীয় নির্বাহী প্রধান হিসাবে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জাতি গঠনমূলক অন্যান্য সংস্থা ইত্যাদির সাথে কার্যকরী যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করা।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও সেগুলির বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও কারিগরী বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান।
- সংশ্লিষ্ট উপজেলার অধীনে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ডের সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পানির গুণাগুণ পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (Water Quality Monitoring and Surveillance) সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট উপজেলা তথ্যকেন্দ্রের প্রধান হিসাবে প্রাসঙ্গিক তথ্যের আহরণ, বিশ্লেষণ/ব্যবহার, সংরক্ষণ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রেরণ।
- উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের ফোকাল পারসন/কারিগরী উপদেষ্টা হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন এবং পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী সংগঠন সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জরীপ, সমীক্ষা, অগ্রণী প্রকল্প (Pilot Project) ইত্যাদি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ/সক্রিয় সহযোগীতা প্রদান।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দিক নির্দেশনা মোতাবেক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, অবকাঠামো সমূহের নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ ইত্যাদির কাজগুলি মানসম্মতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনবলের জন্য কার্যকরী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

## ৫.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী নীতিমালা

### ৫.১ নীতিমালাঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী নীতিমালার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক	নীতিমালার নাম	বিষয়বস্তু
০১	National Policy for Safe Water Supply and Sanitation 1998	পানি সরবরাহ কৌশল (Water Supply Strategy)
		ক. গ্রামীণ পানি সরবরাহ (Rural Water Supply)
		খ. শহরে পানি সরবরাহ (Urban Water Supply)
০২	National Policy for Arsenic Mitigation 2004	আর্সেনিক দূরীকরণ (Arsenic Mitigation)
০৩	National Sanitation Strategy 2005	স্যানিটেশন কৌশল (Sanitation Strategy)
		ক. গ্রামীণ স্যানিটেশন (Rural Sanitation)
		খ. শহরে স্যানিটেশন (Urban Sanitation)
০৪	Pro-poor strategy for water and sanitation sector in Bangladesh 2005	
০৫	National cost sharing strategy for water supply and sanitation in Bangladesh 2012	
০৬	National Strategy for Water and Sanitation, Hard to reach areas of Bangladesh.	
০৭	National Vetting Guideline for water supply and sanitation sub-sector in Bangladesh	
০৮	National Hygiene Promotion Strategy, 2012	স্বাস্থ্য বিধি
০৯	Water Acts, 2013	
১০	Sustainable Development Goal (2015-2030)	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর

## ৫.২ ম্যানুয়াল:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল নিম্নরূপ:

১. PSF প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
২. ৬ নং হ্যান্ড-পাম্প প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৩. উত্তোলনযোগ্য তারা পাম্প প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৪. রিং-ওয়েল / ডাগ-ওয়েল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৫. তারা ডেভ হেড পাম্প প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৬. তারা পাম্প প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

## ৫.৩ নির্দেশিকা:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকাগুলো নিম্নরূপ:

১. PSF রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা
২. ৬ নং হ্যান্ড-পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা
৩. উত্তোলনযোগ্য তারা পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা
৪. রিং-ওয়েল / ডাগ-ওয়েল রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা
৫. তারা ডেভ হেড পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা
৬. তারা পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা
৭. পানির গুণগতমান পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত নির্দেশিকা

## ৬.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক তথ্য

### ৬.১ বাজেট

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের খাত-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৬-১৭		বাজেট ২০১৭-১৮	
সর্বমোট	৮৪১,১১,৫১		৭৭১,৫৩,০১	
অনুময়ন	২৫২,৩৩,৫১		২৬০,১৫,০১	
কর্মসূচী				
উন্নয়ন	৫৮৮,১৮,০০		৫১৮,৩৮,০০	
	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
	৩৯১,৯৫,০০	১৯৬,২৩,০০	৪২০,৩৫,০০	৯৮,০৩,০০

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৬-১৭	প্রকৃত ব্যয় ২০১৬-১৭	বাজেট ২০১৭- ১৮
ক) অনুময়ন বাজেট			
অনুময়ন রাজস্ব ব্যয়			
<b>৩৭৪১</b>	<b>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর</b>		
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৫,৮০,২৫	৫,৭৫,৫৫
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৫,৫০,০০	৫,৪০,০০
৪৭০০	ভাতাদি	৭,৯২,১০	৩০,০১
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৯,১৮,৫৩	৮,৫৯,০৯
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	১,৫১,৭৫	৮২,১১
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়	৬৮,২৫	৩২,৪৭
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	৮,৫২,৬৫	৪৯,৮১
	উপ-মোট- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩৯,১৩,৫৩	২১,৭৩,৪৯
<b>৩৭৪৩</b>	<b>জেলা অফিস সমূহ</b>		
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৫,৮৫,৫৩	৫,৮০,৭৭
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৮,৫০,০০	৮,৪২,৩৮
৪৭০০	ভাতাদি	৯,৮০,৭৫	৯,৫৮,৩২
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	১১,৪২,২৫	১,৩৪,৩৯
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৭,১৭,৬০	৭,১০,৩৭
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়	১,৩৮,০০	১,৩৪,৩৯
৬৯০০	ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ	৫০,০০	০
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	৬,৩০,০০	৪,৭৫,১৩
	উপ-মোট- জেলা অফিস সমূহ	৫০,৯৪,১৩	২৯,৯০,৯৯

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৬-১৭	প্রকৃত ব্যয় ২০১৬-১৭	বাজেট ২০১৭- ১৮	
অনুময়ন				
<b>৩৭৪৫</b>	<b>উপজেলা অফিস সমূহ</b>			
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	১৭,৪৬,০০	১৭,৪১,০৮	১৮,৪২,০৩
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৭০,০০,০০	৬৮,১২,৯৮	৭৩,৮৮,১৯
৪৭০০	ভাতাদি	৬২,১২,৮০	৫৫,১১,৪৩	৬৫,৪৯,৬৩
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৫,৮০,৭৫	৩৮,৩৭	৫,৮৮,৬৫
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৩,১৭,০০	৩,১৬,৩৩	৩,১৭,০০
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়	১,১৯,৩০	১,১৯,২৪	১,১৯,৩০
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	২,৫০,০০	১,৭৪,৫১	২,৫০,০০
উপ-মোট- উপজেলা অফিস সমূহ		১৬২,২৫,৮৫	১৪৭,১৩,৯৪	১৭০,৫৪,৮০
<b>সর্বমোট- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অনুময়ন খাত</b>		<b>২৫২,৩৩,৫১</b>	<b>১৯৮,৭৮,৪২</b>	<b>২৬০,১৫,০১</b>

খ) উন্নয়ন বাজেট

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৬-১৭	প্রকৃত ব্যয় ২০১৬-১৭	বাজেট ২০১৭-১৮	
<b>প্রজেক্ট কোড</b>	<b>উন্নয়ন</b>			
৫০০০	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	১৩০,৯৪,০০	১৩০,৭৫,৯২	৭৫,০০,০০
৫০০১	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	২৭,০৯,০০	২৭,০৭,৭৯	৪২,০০,০০
৫০০৩	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	২,৩৬,০০	১,৭৫,৮২	২০,০০,০০
৫০০৪	কল্লাবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা	৫০,০০	০	১,৪৭,০০
৫০০৫	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬৮,০০	৫১,০০	১০,০০,০০
৫০০৬	গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	০	০	২০,০০,০০
৫০০৭	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	০	০	৫,০০,০০
৫০০৮	রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	০	০	৫,০০,০০
৫০০৯	সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	০	০	১০,০০,০০

৫০২৮	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪	৭,৫৫,০০	২,৫০,০২	৭,৫২,০০
৫০২৯	টংগী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প।	৩৫,৫৫,০০	৩২,৯০,৯২	০
৫০৩২	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।	১৫০,০০,০০	১৩৩,০৮,৬৭	৪৯,০০,০০
৫০৩৫	থানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	৫০,০০,০০	৪৮,৭৭,১০	৭৫,০০,০০
৫০৪২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ।	১,২৫,০০	১,০০,১৪	২,৭০,০০
৫০৪৩	৪০ পৌরসভা এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প (২য় পর্ব)	৩২,০০,০০	৩১,৯১,০৪	৩৫,০০,০০
৫০৪৪	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	৭,৪৭,০০	৭,১৩,৩২	৭,২১,০০
৫০৪৬	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প	৪৯,৫০,০০	৪৯,০৯,৪৯	৫০,০০,০০
৫১৯০	৩৭ টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ	১০০,০০,০০	১০০,০০,০০	১০০,০০,০০
৬০০০	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন	৪,৩৯,০০	৪,৩৭,৭০	৪,০০,০০

## ৬.২ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা:

সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অডিট বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট (FAPAD), সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট (Works Audit) ও বেসামরিক অডিট (Civil Audit) অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয়পূর্বক স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। উল্লেখ্য, দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয়/পিএ কমিটি/ক্রাশ প্রোগ্রাম এর আওতায় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয়	জুন/১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		জুলাই/১৬-জুন/১৭ সময়কালে উত্থাপিত অডিট আপত্তি		২০১৬-১৭ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প অডিট (FAPAD)	৪০৫	৪১০.১১	১৫	২১.২২	২৬	৫২.৭১	৩৭৯	৩৫৭.৪০
২	পূর্ত কাজের অডিট: (Works Audit)	৩৫৮০	৮৬৪০২.১৪	১৬৩	১১৭৬৫.৩ ৩	১৫০	৯৩৪১.৯০	৩৪৩০	৭৭০৬০.২৪
৩	বেসামরিক অডিট (Civil Audit)	২২	৩০.২৪	০	০	০	০	২২	৩০.২৪
সর্বমোট		৪০০৭	৮৬৮৪২.৪৯	১৭৮	১১৭৮৬.৫৫	১৭৬	৯৩৯৪.৬১	৩৮৩১	৭৭৪৪৭.৮৮

## ৭.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি

### ৭.১ চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প জিওবি ৩৬৪৭.০০ লক্ষ জুলাই/২০০৭-জুন/২০১৭	বিসিএস জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল এর জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।	HRD সেন্টার নির্মাণ	১৮৮৭.০০ ব.মি.	৪৩৯.০০	১৮৮৭.০০ ব.মি.	৪৩৭.৭০ (৯৯.৭০%)
২	৩৭ জেলাশহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প জিওবি ৭৫৩৭২.০০ লক্ষ ডিসেম্বর/২০১০ – জুন/২০১৯	১) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ, ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ- উৎপাদক নলকূপ পাম্প হাউজ নির্মাণ পাম্প মটর প্রতিস্থাপন পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ডায়া) পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন ওয়াটার পয়েন্ট	২৫টি ২৭টি ৩০টি ১০ টি ২০০ কি.মি. ৪কি.মি. ১০০০ টি	১০০০০.০০	২০ টি ২৪টি ৩১টি ১৩ টি ১৭৭ কি.মি ২ কি.মি ১০০০টি	১০০০০.০০ (১০০%)
৩	টংগী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প। জিওবি ১০২৭০.০০ লক্ষ জুলাই/২০১২ - জুন/২০১৭	১) বিশ্ব ইজতেমা ময়দান সহ টংগী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করন।	পাইপ লাইন স্থাপন(বিভিন্ন ডায়া)- পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, উৎপাদক নলকূপ ৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং-৩+৮ পানির উৎস স্থাপন পাম্প হাউস নির্মাণ	৪৬.৯০ কি.মি ০২টি ০১ টি ২৫ % ০২ টি ০৪ টি	৩৩০৫.০ ০	৪৬.৯০ কি.মি ০২টি ০১ টি ২৫ % ০২ টি ০৪ টি	৩২৯০.৯২ (৯৯.৫৭)
৪	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প আইডিএ ৩৮৪১২.১৯ লক্ষ জুলাই/২০১২ - ডিসেম্বর/২০১৭	১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পসরদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ। ২) উচ্চ লবনাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যায়ুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা। ৩) নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যান্ড্রিন নির্মাণ করা।	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কীম নির্মাণ আর্সেনিক ও লবনাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন- স্বল্পমূল্যের ল্যান্ড্রিন নির্মাণ-	৩৭টি(আংশিক) ০ ৭৮৮৫ টি ২১৩৩৮ টি	১৫০০০.০ ০	৩৭টি(আংশিক) ০ ৬২৯৫ টি ২১৩৩৮ টি	১৩৩০৮.৬ ৭ (৮৯%)
৫	খানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)। জিওবি ২৬৮৫৩.৩৩ লক্ষ জুলাই/২০১২ - জুন/২০১৮	১) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরন। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরন।	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন পানির উৎস স্থাপন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন পাম্প হাউসনির্মাণ পাইপ লাইন স্থাপন(বিভিন্ন ডায়া) কি.মি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ পানি শোধনাগার -(আংশিক)	৫০ টি ৫০০ টি ৫০টি ৬৭ টি ৩০০ ১৭ টি ১৯টি	৭০০০.০০	৫০ টি ৫০০ টি ৪২টি ৫২ টি ৩০৫ ১২ টি ৫ টি (আংশিক)	৪৮৭৭.১০ (৯৭.৫৪%)
৬	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস	১) আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য,সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা, ২) গভীর নলকূপ খনন প্রযুক্তিতে	আনুমানিক যন্ত্রপাতি সহ ড্রিলিং রিগ	০২ টি	১২৫.০০	০২ টি	১০০.১৪ (৮৭.০৮%)



ক্রম	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ইন বাংলাদেশ ১০৩৫২.৯৩ লক্ষ জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৯	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ৩) প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, বিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম					
৭	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ এবং এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প ১৮৪১৮.৭৪ লক্ষ জানুয়ারি/ ২০১৪ - জুন/২০১৯	১) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ। ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি। ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন পাম্প হাউস নির্মাণ পানির উৎস স্থাপন	৩৮ টি ১২০ কি: মি: ১৮ টি ১৯ টি ২০০ টি	৩২০০.০০	৩৮ টি ১৪০ কি:মি: ১৮ টি ২০ টি ২০০ টি	৩১৯১.০৪ (৯৯.৭২%)
৮	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প ৪১৩৮৮.৭৩ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৫-জুন/২০১৮	১) আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দূষণাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ, হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচার ঘটানোর এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার হ্রাসকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।	ডেভহেড তারা টিউবওয়েল গভীর নলকূপ (৬ নং হ্যান্ড পাম্প সিলিংসহ) গভীর নলকূপ (তারা ডেভহেড সিলিংসহ) ওয়াসা এলাকায় মিটারসহ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ শেয়ারড ল্যাট্রিন	৫০ টি ৩০০ টি ৪০০ টি ৩৫ টি ৯০০ টি	৪৯৫০.০০	৩০ টি ২৯৭ টি ৩৮৭ টি ৩৫ টি ৯০০ টি	৪৯০৯.৪৯ (৯৯.১৮%)
৯	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ৭৯৯৯৮.০৩ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯	১) সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।	রেইনওয়াটার হারভেস্টিং এস এস টি/ ডিএসএসটি	১৫১ টি ২০০ টি	১৩০৯৪.০০	১৫১ টি ২০০ টি	১৩০৭৫.৯২ (৯৯.৮৬%)
১০	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ১৪৯৯৫.৫২ লক্ষ মার্চ/২০১৬-জুন/২০১৯	১) চরম দুর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা। ২) হাওড়, উপকূলীয় এলাকা, বন্যা প্রবণ এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা। ৩) উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ৪) সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়ন করা। ৫) সকলের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করা।	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ টয়লেট নির্মাণ কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ-	৫৮৫ টি ৩৩ টি ৬০০০০ টি	২৭০৯.০০	৫৮৫ টি ৩৩ টি ৬০০০০ টি	২৭০৭.৭৯ (৯৯.৯৬%)
১১	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা	পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সহ টেকসই ও	পুকুর পুনঃখননক্ষীম - পি এস এফ /পিএসটি নির্মাণ-	৬০ টি পুকুরের	২৩৬.০০	৩৬ টি প্রাঙ্কলন ও প্রণয়ন ও	১৭৫.৮২ (৭৫%)

ক্রম	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প ৩৭৪৫০.৭১ লক্ষ সেপ্টেম্বর ২০১৬- জুন ২০১৯	সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরের উচ্চতা হ্রাসকরণ কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পি এস এফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি কভারেজ বাড়ানো।	সোলার পি এস এফ নির্মাণ-	প্রাক্কলন প্রণয়ন ও দরপত্র আহ্বান		দরপত্র সম্পন্ন	
১২	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা প্রকল্প ১৯৭.৮০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭ -জুন/২০১৮	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা।	একুইফার পরীক্ষা - এক্সপ্লোরেরটরি ড্রিলিং -	সমীক্ষা কার্যক্রমের দরপত্র আহ্বান	৫.০০	-	০.০০ (০%)
১৩	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৭ - ডিসেম্বর/২০১৯	নিরাপদ পানি সরবরাহ	রিং ওয়েল সংস্কার ও মেরামত - ৬ নং গভীর নলকূপ -	- ২৬ টি	৬৮.০০	১০ টি ২৬ টি	৫১.০০ (৭৫%)
১৪	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪০৬.৮৮ লক্ষ নভেম্বর/২০১৪- অক্টোবর/২০১৮	১) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন। ২) পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেইস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো। ৩) পানির উৎস এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত বিকল্প নির্ধারণের লক্ষ্যে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন। ৪) স্থাপিত পানির সরবরাহ ব্যবস্থার অপারেশনাল স্ট্যাটাস এবং পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ।	পল্লী ও পৌরসভায় পানি সরবরাহের জন্য কমপ্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল গাইড লাইন প্রস্তুত করণ	প্রযুক্তিগত ভাবে দুর্গম ০৫ টি এলাকা	৭৪৭.০০	চলমান	৭১৩.৩২ (৯৫.৪৯ %)
১৫	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP- I V) ডিপিএইচ অংশ জিওবি ২৪৫৩.২৭ লক্ষ জানুয়ারী/২০১১ - ডিসেম্বর/২০১৮	১) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। ২) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। ৩) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।	পানির উৎস স্থাপন ল্যান্ড্রিন স্থাপন	১৬৮ টি ১৪৫৪ টি	৭৫৫.০০	১৬৮ টি ১৪৫৪ টি	২৫০.০২ (৩৩.১১%)
১৬	গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ১৬৫১৯.০০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭- জুন/২০১৯	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।					
১৭	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪১৯৫.০০ লক্ষ	The overall object of the project is to improve the health and living standard					

ক্রম	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস/ আর্থিক সংশ্লেষ/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	জানুয়ারী/২০১৭- জুন/২০১৯	of the people of Rangamati district by providing safe water and sanitation facility.					
১৮	থাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৪০৮.০০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭- ডিসেম্বর /২০১৯	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।					
১৯	সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ২৮৭৪.০০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭- ডিসেম্বর /২০১৯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Increasing the access to safe water of the peoples living in the project area.</li> <li>2. Improve the environment and health condition of the peoples living in the project area by improving sanitation system.</li> <li>3. To upgrade the knowledge and practice of the population of project area regarding hygiene promotion.</li> <li>4. To increase the water supply and sanitation coverage in the project area.</li> </ol>					

৮.০ তথ্য প্রাপ্তি ও আপীল সংক্রান্ত তথ্য:

### ৮.১ তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলে বর্ণিত ফরম "ক" অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারবেন। ফরম "ক" পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

### ৮.২ তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য:

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের সংখ্যা		
২	আবেদনে প্রার্থিত তথ্যের বিবরণ		
৩	আবেদনের বর্তমান অবস্থা		

### ৮.৩ তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

প্রোগ্রামার

এম আই এস ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৩৭৩২৭

E-mail: programmer@dphe.gov.bd

### ৮.৪ আপীল আবেদনের জন্য আপীল আবেদনপত্র ফরম:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলে বর্ণিত ফরম "গ" অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল আবেদন করবেন। ফরম "গ" পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

#### ৮.৫ আপীল আবেদনের তথ্য:

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে আপীল আবেদনের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	আপীল আবেদনের সংখ্যা	-	
২	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	-	
৩	আপীল আবেদনের বর্তমান অবস্থা	-	
৪	কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ	-	

#### ৮.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের তথ্যঃ-

নির্বাহী প্রকৌশলী

পিএন্ডসি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৪৩৩৬৩

E-mail:[ee.pnc@dphe.gov.bd](mailto:ee.pnc@dphe.gov.bd)

#### ৮.৭ আপীল আবেদনের তথ্য:

তথ্য প্রদান ইউনিটের আপীল কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী

পিএন্ডসি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৪৩৩৬৩

E-mail:[ee.pnc@dphe.gov.bd](mailto:ee.pnc@dphe.gov.bd)

#### ৮.৮ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন

## তথ্য

ফোকাল পয়েন্ট

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৪৩০৬৮

E-mail: [addlce.wqms@dphe.gov.bd](mailto:addlce.wqms@dphe.gov.bd)

### ৮.৯ বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

ফোকাল পয়েন্ট

নির্বাহী প্রকৌশলী

ভান্ডার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৫৫৩১০৭

E-mail: [ee.storedhaka@dphe.gov.bd](mailto:ee.storedhaka@dphe.gov.bd)

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে পুঞ্জীকৃত মোট বিভাগীয় মামলা	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা			বর্তমানে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরি চ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি	
১	২	৩	৪	৫
৬ টি	৩ টি	-	৩ টি	-

### ৮.১০ ই-ডাউনলোডঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট (Website) [www.dphe.gov.bd](http://www.dphe.gov.bd) -তে ই-ডাউনলোডের জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্ট (Document) দেয়া আছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রম	বিষয়	ডকুমেন্ট টাইপ	ওয়েবসাইট লিঙ্ক
১	সাংগঠনিক কাঠামো/ Organogram	পিডিএফ (* .pdf)	<a href="http://www.dphe.gov.bd/download/organogram.pdf">http://www.dphe.gov.bd/download/organogram.pdf</a>
২	বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report )	পিডিএফ (* .pdf)	<a href="https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=120&amp;Itemid=127">https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=120&amp;Itemid=127</a>
৩	নিউজলেটার	পিডিএফ (* .pdf)	<a href="https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=118&amp;Itemid=128">https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=118&amp;Itemid=128</a>
৪	প্রকাশনা সমূহ	পিডিএফ	<a href="https://www.dphe.gov.bd/i">https://www.dphe.gov.bd/i</a>

		(*pdf)	ndex.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=129
৫	Caretaker's Maintenance / Training Manual	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=192
৬	Water Points Status Reports	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=190
৭	National Policy for Safe Water Supply and Sanitation 1998	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-Policy-for-Safe-Water-Supply-&-Sanitation-1998.pdf
৮	National Policy for Arsenic Mitigation 2004	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-Policy-for-Arsenic-Mitigation-2004.pdf
৯	National Sanitation Strategy (2005)	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/MR11_SanitationStrategy.pdf
১০	Union Wise Water Technology Mapping – [Dhaka Circle] - November-2008	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/publications/UnionWiseWaterTechnologyMapping_Dhaka.pdf
১১	Union Wise Water Technology Mapping	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=129
১২	Application Format for Tubewell	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/download/TW-%20Application.pdf

## ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত গ্রামীণ ও পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম

পানি সরবরাহ :

(ক)গ্রামীণ পানি সরবরাহ :

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মূলতঃ ভূ-গর্ভস্থ উৎস-নির্ভর। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ ২০০৪ সালে ৯৭% হতে ৭৪% এ নেমে আসে।

বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৮ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হল যে কোন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট) এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭% (JMP Report 2015)। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের আওতায় ৩৪৯৬৩ টি পানির উৎস স্থাপন ও ৩৭ টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ৪৪টি কর্মসূচী অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩% এ উন্নীত হবে।



গ্রামীণ এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সংগ্রহ





বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল প্ল্যান্ট (AI RP), বাউদি ইউনিয়ন, মাদারীপুর।

#### (খ) পৌর পানি সরবরাহ :

ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ১৩৯টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্স -এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমানে পৌর এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ ৮৭% (JMP Report 2015)। (পাইপ লাইন ও একক উৎস)।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণের ১২২টি পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর সময়ে ৮৫ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ৬৯০.৯০ কিঃমিঃ সম্বলন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/সংস্কার, ৪ টি (আংশিক) উচ্চ জলাধার ও ২৪ টি পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সকল প্রকল্প সমাপান্তে প্রকল্পভুক্ত পৌর এলাকার ৮০% জনসাধারণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় আসবে।

#### স্যানিটেশন কার্যক্রম :

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯৮ সালে 'নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সরকারের এই মেয়াদে 'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল' ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১-২০২৫' প্রণীত হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৮শে জুলাই ২০১০ তারিখে পানি ও স্যানিটেশনকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 'পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন' বিষয়টিকে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

দেশব্যাপী স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) নামে একটি প্রকল্প চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন সেট উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সরকারী পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের থোক বরাদ্দ হতে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তাছাড়া বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস উন্নয়নে এবং সমাজে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর নিয়মিতভাবে সমগ্র দেশব্যাপী 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস' উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

### গ্রামীণ স্যানিটেশন

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ৮১৬৩৮ টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। বিগত ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে।



জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টয়লেট, রাজবাড়ী

### পৌর স্যানিটেশন

পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬৬৪টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৯০০টি শেয়ারড ল্যাট্রিন এবং ১১টি (২৫%) ও তলা টয়লেট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়েছে।



পাবলিক টয়লেট, ঝিনাইদহ



PEDP 3 এর আওতায় নির্মিত ওয়াস ব্লক

### পানি পরীক্ষাগারের কার্যক্রম :

বাংলাদেশের ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি: এলাকায় সরকারী এবং বেসরকারী ভাবে প্রায় ১০-১২ মিলিয়ন টিউবয়েল স্থাপিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশে সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই সুপেয় পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল, কারণ সেই সময় সাধারণত মানুষ নদী-নালা খাল-বিলের পানি খাবার পানি হিসাবে পান করা সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করত। যার কারণে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করত। পরবর্তীতে ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহ শুরু হলে সমগ্র দেশে সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নত হলেও পানিতে আর্সেনিকের আবির্ভাব দেখা দেয়ায় জনস্বাস্থ্য আবার মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। দুইশত বছরের শাসনামলের একটা বড় অংশ জুড়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছিল তাতেও আর্সেনিক দূষণের কোন ঘটনা ধরা পড়েনি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৯৩ সালে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পানিতে আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ধরা পড়ে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্যে নিয়োজিত সরকারী সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় পরীক্ষা চালিয়ে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ সনাক্ত করে। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত সর্বশেষ জরীপ পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলার নলকূপের পানিতেই কম বেশি আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যে পানি পরীক্ষা কার্যক্রম পদ্ধতি শক্তিশালী করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পরবর্তীতে **Arsenic Mitigation Policy-2004** এর আওতায় সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের সরবরাহকৃত পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রথমত ডাচ সরকারের সহায়তায় DPHE এর অধীনে চারটি আঞ্চলিক পরীক্ষাগার স্থাপন ও পানি পরীক্ষার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। আঞ্চলিক পরীক্ষাগার সমূহ হলো যথাক্রমে খুলনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী। ১৯৯৯ সালে DANI DA প্রজেক্ট এর সহায়তায় নোয়াখালীতে আরো একটি আঞ্চলিক পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়।

কিন্তু দেশের সুপেয় পানি সরবরাহ ও সরবরাহকৃত পানির গুণগতমান পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব বহু গুণে বেড়ে যাওয়ায় সারা দেশে আরও পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার ২০০১-২০০৫ সালে World Bank এর অর্থায়নে BAMMS Project এর সহায়তায় সারাদেশে আরও ৫টি এবং জাপান সরকারের সহায়তায় ১টি আঞ্চলিক ও ১টি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার স্থাপন করে। পরীক্ষাগার সমূহ যথাক্রমে রংপুর, বগুড়া, টঙ্গী, বরিশাল, সিলেট, ঝিনাইদহ এবং কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার ঢাকার মহাখালীতে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে গোপালগঞ্জে এবং রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের কার্যক্রম চালু করা হয়।

সারাদেশে পানি পরীক্ষা কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনা পর্যবেক্ষন ও সারাদেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মানের ডাটাবেস তৈরীর লক্ষ্যে JICA (Strengthening Capacity for Water

Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh) এর সহায়তায় ২০১০-২০১২ সালে Water Quality Monitoring and Surveillance Circle (WQMSC) এ Data Management Division স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৪ টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মোট ৪৩৫৯৮ টি পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়।



কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার, মহাখালী

PEDP-২ প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ৬১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে স্থাপিত নলকূপের মধ্যে ২০% নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক করা হয়েছে। এর ডাটা বেইজও তৈরী করা হয়েছে।

সমগ্র বাংলাদেশে সরকারীভাবে স্থাপনকৃত সকল নলকূপের পানির গুণগতমান ডিপিএইচই ল্যাব সমূহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত নলকূপের পানি ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ৫৩ টি বৈশিষ্ট্য ([parameter](#)) ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ২২ টি বৈশিষ্ট্য ([parameter](#)) পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া Nationwide Water Point Mapping কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী অধিদপ্তরীয় নলকূপ মেকানিকদের পানির আর্সেনিকের পরিমাণ সনাক্তকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ল্যাবরেটরীর সিনিয়র এবং জুনিয়র কেমিস্ট্রগন ফিল্ড টেস্ট কিটের সাহায্যে পানি পরীক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীন কার্যক্রম :

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই এক বা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, পাহাড় ধস, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানে। এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধস ও জলাবদ্ধতা জনিত সমস্যা একটা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। এ সময়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য নিরাপদ পানির চরম সংকট দেখা দেয় এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্যোগকালীন/দুর্যোগের পর দূর্গত এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে দূর্গত এলাকায়/আশ্রয় কেন্দ্রে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে।



বন্যা পরবর্তী নলকূপ জীবাণুমুক্ত করণ,  
ইসলামপুর উপজেলা, জামালপুর।।

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপদ্রুত এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি রয়েছে। হাওরে অকাল বন্যা, ঘূর্ণিঝড় “মোরা”, পাবত্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধস এবং বৃহত্তর সিলেট ও কক্সবাজারে জুন ২০১৭ মাসের বন্যা মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। হাওর এলাকায় অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট আগাম বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় আক্রান্ত এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নলকূপ চালু রাখার লক্ষ্যে নলকূপ মেরামত, উঁচুকরণ, জীবাণুমুক্তকরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট (WPT) ও হাইজিন কিটস বিতরণ এবং হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন। অধিদপ্তরীয় চলমান একটি প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরীভিত্তিতে ৬৪৮টি গভীর নলকূল, ২৭৯টি তারা গভীর, ৬৮টি রিংওয়েল ও ০৫টি অগভীর নলকূপ অর্থাৎ মোট ১০০০টি পানির উৎস স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এছাড়া আক্রান্ত এলাকায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অতিরিক্ত জনবল প্রেরণের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকী করা হয়।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) আওতাভুক্ত অঞ্চলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ হতে বাংলাদেশের শিল্প সম্ভবনাময় অঞ্চল সমূহ চিহ্নিত করণ ও উন্নয়ন কার্য পরিচালনা করে আসছে। অদ্যাবধি, ৫৫ (পঞ্চাশ) টি সরকারী ও ১১ (এগার) টি ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে ও উন্নয়ন কার্য পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রকল্পাধীন অঞ্চলে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১১ ই অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বেজা কর্তৃক চিহ্নিত অঞ্চল সমূহে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত পানি প্রাপ্যতার পরিমাণ নির্ণয়, উৎপাদক ও পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন ও পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কাজ পরিচালনা করে আসছে। পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৪ টি, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২(দুই) টি, সাবরাং ও জালিয়ারদীপ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮ (আট) টি, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫ (পাঁচ) টি, আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২ (দুই) টি ও মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৭ (টি) পরীক্ষামূলক নলকূপ এবং মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২(দুই) টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১ (এক) টি ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে এবং ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার ও Water Base public Space সংরক্ষণের জন্য ঈছাখালী লেক পরিমার্জন করা হচ্ছে।

মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া মল্পী নদীর মোহনায় স্থাপিত ব্যারাজ এর মাধ্যমে সংরক্ষিত পানি পরিশোধন পূর্বক সরবরাহ করা হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সকল সময়ে উন্নয়নের চালিকা শক্তি ও বিনিয়োগের প্রবর্তক হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর সফল সহযোগী এবং উন্নত ও স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ গড়ায় বদ্ধপরিকর।

## অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

### টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কৌশল

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণ অনেক বিশাল একটি চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করলেও প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমূহ যেমন-ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি, লবণাক্ততা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন-বন্যা, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে এর টেকসইত্ব প্রায়সই হুমকির সম্মুখীন হয়। ফলে বর্তমানে সরকার তার বিভিন্ন সেক্টর সমূহে শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নয়, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখার জন্যও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিগত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর বাস্তবায়নের পরবর্তীতে বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের সময় এসেছে। এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ স্যানিটেশন সেক্টরে নেতৃত্বের ভূমিকা আরো জোরদার হবে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহঃ

- সকলের জন্য ২০৩০ এর মধ্যে নিরাপদ পানির নিশ্চিত করা,

- সকলের জন্য ২০৩০ এর মধ্যে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং মহিলা-শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়ার সাথে সাথে খোলা স্থানে মলত্যাগ রহিতকরণ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কৌশল সমূহঃ

- নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের স্থায়ী এবং টেকসই বন্দোবস্ত করা।
- হাইড্রো জিওলোজি অনুসারে দুর্গম এবং সমস্যা সংকুল এলাকায় নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করণ।
- NAWASIC (National Water Supply & Sanitation Information Centre) স্থাপন।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন বেগবান করা এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার রক্ষনাবেক্ষন এবং পরিচালনা ও উন্নতি সাধনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন।
- পানির গুণগতমান পরীক্ষন, নিরীক্ষন এবং পরীবিক্ষন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

APA (Annual Performance Agreement):

সরকারের বিধোষিত নীতি ও কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য পৃথক পৃথক নীতিমালা কাঠামো, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং কার্যালয়সমূহের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০১১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ২০৩০, ৭ম পঞ্চবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets) বিধৃত রয়েছে। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ এর বার্ষিক অর্জন (জুলাই'১৬-জুন'১৭) নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭	বার্ষিক অর্জন (জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৭)	মন্তব্য
[১] পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	[১.১] গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন	[১.১.১] স্থাপিত নলকূপ/ উৎস	সংখ্যা	২৮৭৫০	৩৪৯৯০	
	[১.২] গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কীম নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত পাইপড ওয়াটার স্কীম	সংখ্যা	৩৭ (৪০%)	৩৭ (৪০%)	
	[১.৩] গ্রামীণ এলাকায় পুকুর খনন/পুনঃখনন স্কীম	[১.৩.১] খননকৃত/ পুনঃখননকৃত পুকুর	সংখ্যা	১০০	০	
	[১.৪] পৌর এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন	[১.৪.১] স্থাপিত নলকূপ/ উৎস	সংখ্যা	১৪৫৪	১৭০২	
	[১.৫] পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	[১.৫.১] স্থাপিত/প্রতিস্থাপিত উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	১০২	৮৭	
		[১.৫.২] পুনরুজ্জীবিত উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	৫০	২৪	
	[১.৬] পৌর এলাকায় ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	সংখ্যা	১৫+১৯(৪৮%) +৪(২০%)	১৮(৪৮%) + ৩(২৫%)	
	[১.৭] পৌর এলাকায় ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	সংখ্যা	৬+৪(২৩%)	২(২০%)+ ৪(২০%)	
	[১.৮] পৌর এলাকায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত ওভারহেড ট্যাঙ্ক	সংখ্যা	৪(৩০%)+ ৪(২০%)	৪(৩০%)	
	[১.৯] পৌর এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ	[১.৯.১] নির্মিত পাম্প হাউজ	সংখ্যা	১১২	১০৭	
[১.১০] পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের নিরাপদ পানি সরবরাহ	[১.১০.১] স্থাপনকৃত পাইপ লাইন	কি:মি:	৬৮৯	৬৯১.০০		
[২] পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	[২.১] পল্লী/ পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন	[২.১.১] নির্মিত পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন	সংখ্যা	৭২৮	৬৬৪	
	[২.২] পল্লী/পৌর এলাকায় স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন/ ইকো টয়লেট স্থাপন	[২.২.১] নির্মিত স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন/ ইকো টয়লেট	সংখ্যা	৮১৬৪৮	৮১৬৩৮	
	[২.৩] টঞ্জী ইজতেমা মাঠে ৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং নির্মাণ	[২.৩.১] নির্মিত ৩ তলা টয়লেট বিল্ডিং	সংখ্যা	৩+৮(২৫%)	৩+৮(২৫%)	



[৩] পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ	[৩.১] পানির গুণগত মান পরীক্ষা/ পরিবীক্ষণ	[৩.১.১] পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা	সংখ্যা	৩২১৫০	৪৩৫৯৮	
--------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	-------	-------	--

স্বাক্ষার

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা।

#### শুদ্ধাচারের ধারণাঃ

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কলৌত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি।

#### শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপটঃ

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতির উন্নয়ন সাধন
- ❖ ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন
- ❖ নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন
- ❖ লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন

#### জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যপরিধি :

১. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
২. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংস্থা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ।
৪. ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ।
৫. সংস্থা পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।
৬. সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-মেইল একাউন্ট খোলা।
৭. কর্মজীবন ও সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৮. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
১০. ই-প্রকিউরমেন্ট প্রবর্তন।
১১. ভিডিও কনফারেন্স সুবিধা প্রবর্তন।
১২. সংস্থা পর্যায়ে ইনোভেশন সভার আয়োজন।
১৩. সংস্থা পর্যায়ে বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তক আকারে মুদ্রণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

#### জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাঃ

১. সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা
২. সচেতনতা বৃদ্ধি
৩. দক্ষতা উন্নয়ন
৪. বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান এর সংস্কার
৫. পুরস্কার প্রদান
৬. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

৭. অভিযোগ নিষ্পত্তি
৮. ইনোভেশন টিম
৯. তথ্য অধিকার
১০. মনিটরিং

### ইনোভেশন কার্যক্রম

বৃহৎ ২০২১ বাস্তবায়নে সরকার জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিমের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ কিছু সফলতা অর্জিত হয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

- ১। অধিদপ্তরের মূল ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে ডিজিটাল আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান ও ডিজিটাল পাঞ্চ কার্ড মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে কর্মচারীদের আসা যাওয়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।
- ২। নলকূপ মেরামত সহজীকরণ শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রকল্পটি রাজবাড়ী জেলার চারটি উপজেলায় (গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, কালুখালি ও পাংশা) রেন্ডিকেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- ৩। লক্ষ্মীপুর পৌরসভায় মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বল্প মূল্যে দেশীয় সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ও জনগনের সচেতনতার মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ৪। এটুআই প্রকল্পের আওতায় সেবা সহজীকরণ প্রস্তাব বাস্তবায়নে সাধারণ নাগরিক কর্তৃক নলকূপের জন্য আবেদন বিষয়ক সেবা প্রক্রিয়াটি সহজীকরণ করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় এর পাইলটিং এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়াও অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর PMIS এর তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে তা যাচাই বাছাই ও ডাটাবেস তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

### গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কিছু কার্যক্রম/ প্রোগ্রাম পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম/ প্রোগ্রাম নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

### মানব সম্পদ উন্নয়ন :

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ এ সকল প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করে থাকে।



অধিদপ্তরে নবনিযুক্ত সহকারী প্রকৌশলীদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে নতুন যোগদানকৃত ও অন্যান্য কর্মরত জনবলের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ সমূহ প্রধানতঃ রাজস্ব এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু মূলত কারিগরী, আর্থিক ও প্রশাসনিক।

### Procurement and e- GP Training:

সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সমআচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণসহ আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার The Public Procurement Regulation-২০০৩ (PPR- ২০০৩) জারী করেন। তার ধারাবাহিকতায় ৬ই জুলাই ২০০৬ ইং তারিখে জাতীয় সংসদে সকল ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি আইন পাশ হয় যাহা গণখাতে ক্রয় আইন-২০০৬ The Public Procurement Act -২০০৬ (PPA-২০০৬) নামে অবহিত (২০০৬ সালে ২৪ নং আইন)। উক্ত আইনের ৭০নং ধারা মোতাবেক গণখাতে ক্রয় বিধিমালা ২০০৮/ The Public Procurement Rules -২০০৮ (PPR-২০০৮) প্রণীত হয়। মালামাল ক্রয়সহ সরকারী সকল ধরনের ক্রয় কার্যক্রম উল্লেখিত আইন ও ধারার আলোকে সম্পাদিত হয়।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর উক্ত আইনের আলোকেই ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অন্যতম উদ্যোগ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় অর্থাৎ ইলেকট্রনিক গার্ডমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পরিচালনা করা। সরকারী ক্রয়ে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে ০৭ (সাত) জন PE ( Procuring Entity) সেপ্টেম্বর ২০১৩ তে CPTU হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ই-জিপি প্রক্রিয়া শুরু করেন। এরপর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব রিসোর্স এর মাধ্যমে অত্র কার্যালয়ে সকল জেলার PE ( Procuring Entity) গণদের ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জানুয়ারী/১৬ খ্রিঃ তারিখে এক অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে সকল বিভাগ/ জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণদের ই-জিপি এর মাধ্যমে শতভাগ ক্রয় কার্য চালু করার

বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন। সিপিটিইউ (CPTU) হতে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের পর্যায়ক্রমে ইলেক্ট্রনিক টেভারিং (e- GP) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের সকল দরপত্র ইলেক্ট্রনিক টেভারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করছেন।

### ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের রাজস্ব খাতের আওতাধীন সকল দপ্তরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ২১-২৪ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ সময়কালে অধিদপ্তরের ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের A2i ট্রেনিং প্রোগ্রামে ০৪ (চার) দিন ব্যাপী ToT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ToT ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এরপর নভেম্বর- ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ সময়কালে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ১৮ (আঠার) টি দপ্তরের ৬৪ (চৌষট্টি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-ফাইল বিষয়ে ০২ (দুই) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ০৩ (তিন) টি ব্যাচে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে প্রশিক্ষার্থীদের ই-ফাইল সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সকল দপ্তর ই-ফাইল সফটওয়্যারের LIVE সার্ভারে সাথে যুক্ত রয়েছে এবং দৈনন্দিন নথি সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম ই-ফাইলের মাধ্যমে সম্পন্নের প্রচেষ্টা চলমান আছে।

### অন্যান্যঃ

এছাড়া, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাইকা সাহায্যপুষ্ট “ Project for Improvement of Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply” (PICMaC-DPHE) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Comprehensive Technical Guideline প্রণয়নের অংশ হিসেবে মে/২০১৭ সময়কালে প্রকল্পে কর্মরত জাইকা বিশেষজ্ঞ দল ৩টি পাইলট এলাকায় (গাজীপুর, চট্টগ্রাম এবং খুলনা) গমন করেন এবং অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় অত্র অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ের সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীগণসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ Guideline Verification এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

এছাড়া জাইকা বিশেষজ্ঞ দল পটিয়া, মানিকগঞ্জ এবং মংলা পৌরসভা কার্যালয়ে গমন করেন এবং সংশ্লিষ্ট মেয়র এবং পৌরসভার পানি সরবরাহ সেকশনের কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাত করেন। উক্ত সময়কালে জাইকা বিশেষজ্ঞ দল গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় এবং চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় বিভিন্ন Water Supply Option পরিদর্শন করেন।



PI CMaC- DPHE প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জের (MAR) উপর কার্যক্রম ঃ-

এই কার্যক্রমটি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর হতে শুরু হয়ে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে একটি স্কেলিং প্রোগ্রাম জুন, ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলমান থাকে। বর্তমানে এই প্রোগ্রামটি মনিটরিং পর্যায়ে রয়েছে, যা ডিসেম্বর, ২০১৭ সাল পর্যন্ত চলবে। এটি একটি যৌথ সহযোগীতামূলক কর্ম গবেষণা যাতে ভূ-তত্ত্ব বিভাগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও আকাশিয়া ওয়াটার (নেদারল্যান্ড) কারিগরী পরামর্শ ও সহায়তা, ইউনিসেফ আর্থিক সহায়তা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনামূলক সহায়তা প্রদান করেছে। একাজের জন্য দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় বেলেটর কিছু অঞ্চল নির্বাচন করা হয় যেখানে স্বাদু পানির একুইফার দুর্লভ অথবা দুস্প্রাপ্য। গবেষণার ১ম পর্যায়ে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার ৯ টি উপজেলায় ২০ টি ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ (MAR) পদ্ধতি স্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত ৮০ টি পদ্ধতি স্কেলিংআপ পর্যায়ে নির্মাণ করা হয়। এ ব্যবস্থায়, বর্ষা মৌসুমে অভিকর্ষীয় প্রবাহ বা পাম্পিং এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি একুইফার সিস্টেমে প্রবিষ্ট করানো হয়। ফলে একুইফারের লবণাক্ত পানি বৃষ্টির পানির সাথে দ্রবীভূত হয়ে যায় যা শুষ্ক মৌসুমে মিষ্টি পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায় এরকম একটি আদর্শ ব্যবস্থা স্থাপন করতে প্রায় ৩.৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। নির্মিত পদ্ধতিগুলো বর্তমানে পর্যবেক্ষণের আওতায় রয়েছে। নিয়মানুগ পর্যবেক্ষণ এবং কম্পিউটার চালিত মডেলিং/ সিমুলেশন ভিত্তিক ব্যাখার পর, তথ্য ও প্রযুক্তিগত সম্ভবনা, কার্যকারিতা, অর্থনৈতিক কার্যকারিতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদির পরিসংখ্যান সহ এই গবেষণার মূল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এই মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইউনিসেফ বা ডাচ সহযোগীতায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য এলাকাতে ও একটি সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

### ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

বর্তমান সরকারের সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিশাল অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো-

- বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৮ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হল যে কোন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট) এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৮%।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের আওতায় ৩৪৯৬৩ টি পানির উৎস স্থাপন ও ৩৭ টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের আমলে ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ৪৪টি কর্মসূচী অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৮% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩% এ উন্নীত হবে।

- বর্তমানে ১৩৯টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্স -এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমানে পৌর এলাকায় পানি সরবরাহের কভারেজ ৮৮ % (পাইপ লাইন ও একক উৎস)। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণের ১২২টি পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর সময়ে ৮৫ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ৬৯০.৯০ কিঃমিঃ সম্বলন ও বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন/সংস্কার, ৪টি (আংশিক) উচ্চ জলাধার ও ২৪ টি পানি শোধনাগার প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সকল প্রকল্প সমাপান্তে প্রকল্পভুক্ত পৌর এলাকার ৮০% জনসাধারণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় আসবে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট প্রায় ৮১৩৩৮ টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। জুন/২০১৭ মাসে সমগ্র দেশে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয়। এছাড়াও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৬৬৪টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৯০০টি শেয়ারড ল্যাট্রিন এবং ১১টি (২৫%) ও তলা টয়লেট বিল্ডিং স্থাপন করা হয়েছে।

### জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৬

স্যানিটেশন একটি মৌলিক মানবাধিকার যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গ্রহীত অধিকাংশ কার্যক্রমই স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত। বর্তমান সরকার সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ, সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরসমূহ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় স্যানিটেশন মাস এবং বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অক্টোবর মাসে সারা দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে জাতীয় স্যানিটেশন মাস পালিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি ২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের আহবানে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ১৫ই অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।



জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ২রা অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবনের মিলনায়তনে জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম. পি। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত না করে দেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে সবার জন্য উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। স্যানিটেশন ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো অপরিহার্য বলেও মনে করেন তিনি।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আনিসুল হক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র সাঈদ খোকন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাসরিন আক্তার, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী তাকসিম এ খান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, প্রেস ব্রিফিং আয়োজন, প্রেস রিলিজ প্রকাশ, স্যানিটেশন ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ, বিভিন্ন গণমাধ্যমে স্যানিটেশন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র/টিভি স্পটসমূহ প্রচার করা হয়। এর পাশাপাশি জেলা/উপজেলা/বিভাগ/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে অক্টোবর মাসব্যাপী সংশ্লিষ্ট টাঙ্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে র্যালী, জনসমাগম হয় এমন স্থানে ড্রাম্যামান চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বস্তি ও শহরতলী এলাকায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।



বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬ এর অনুষ্ঠান

এছাড়া গত ১৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন চত্বরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৬ পালন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম. পি. অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।



## পরিশিষ্ট

**নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন পদ্ধতি –**

**নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপনের জন্য ইউনিয়ন ওয়ারী বন্টন ও স্থান নির্বাচন পদ্ধতিঃ**

উপজেলা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটি পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা, জনগণের সুযোগ সুবিধা, ইউনিয়নের আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে সুষমভাবে উৎস সমূহের পুনঃবন্টন করবেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-স্বাসবি/পাস-১ /বিঃগ্রঃপাঃসঃ /পিএসি- পিআইসি/ প্রকল্প-০১/২০১০/২৬৯(১০) তারিখ-১৭ নভেম্বর, ২০১১ ইং মোতাবেক পানির উৎসগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে স্থাপন না করে কমিউনিটি পর্যায়ে স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে সুপেয় পানির সুবিধা পায় সেদিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। যেখানে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা অপ্রতুল সে এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানির উৎস স্থাপন করতে হবে এবং এডিপির আওতায় বরাদ্দকৃত পানির উৎসের স্থান নির্বাচন উপজেলা পানি সরবরাহ ও

স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করতে হবে। তবে বরাদ্দের ৫০% স্থান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করতে হবে।

### **আর্সেনিক দূষণ এলাকায় নলকূপ/পানির উৎস স্থাপনের পদ্ধতিঃ**

আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা ২০০৪ এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে আর্সেনিক দূষণ এলাকায় গভীর নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন করতে হবে।

স্থাপিত নলকূপ সমূহ স্থাপনের সময় এর চারপাশের কমপক্ষে ৫টি নলকূপের পানি পরীক্ষা করে আর্সেনিক মুক্ততার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন করতে হবে। নলকূপ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক পরীক্ষা সহ গ্রহনযোগ্য নলকূপ স্থাপনের স্থান ও তত্ত্বাবধায়কের (Caretaker) নাম ঠিকানা উপজেলা নলকূপ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

### **ধরনওয়ারী নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন সম্পর্কিত নীতিমালাঃ-**

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে দেশের সমগ্র এলাকা ৩টি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ৫৮% অগভীর পানি স্তর এলাকা, ৩০% নিম্ন পানি স্তর এলাকা এবং অবশিষ্ট ১২% উপকূলীয় এলাকা। উল্লেখিত এলাকা সমূহে ইতিপূর্বে যথাক্রমে অগভীর নলকূপ, তারা নলকূপ ও গভীর নলকূপ কার্যকর ছিল। দেশের কতিপয় এলাকায় আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ায় ঐ সকল দূষণ এলাকায় বর্তমানে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। আর্সেনিক দূষণ এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা ২০০৪ চ এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করে নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন করা হবে।

১. আর্সেনিক দূষণ যে সব এলাকায় গভীর ও অগভীর একুইফার (Aquifer) কর্দমস্তর দ্বারা বিভক্ত সে সকল এলাকায় বেনটোনাইট (Bentonite) ক্লেসিলিংসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।
২. দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর নলকূপ কৃতকার্য বিধায় ঐ সকল এলাকায় বেনটোনাইট (Bentonite) ক্লেসিলিংসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।

৩. আর্সেনিক দূষণ যে সব এলাকায় গভীর ও অগভীর একুইফার বিভক্ত করার কর্দমস্তর সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই এরূপ এলাকায় প্রথমে রিংওয়েল ও পিএসএফ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।
৪. আর্সেনিক দূষণ এলাকায় যদি রিংওয়েল ও পিএসএফ স্থাপন প্রযুক্তিগত ভাবে বাস্তব সম্মত না হয় তাহলে ঐ সকল এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন সংক্রান্ত প্রটোকল অনুযায়ী গভীর হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করা হবে। গভীর নলকূপের সিলিং পদ্ধতি সঠিক হতে হবে যাতে উপরস্থ পানির স্তরের আর্সেনিক দূষিত পানি নিম্নের গভীর Aquifer এর নিরাপদ পানির সাথে মিশে দূষিত করতে না পারে।

**নতুন পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে পানির গুনগতমান এর সাথে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানের বিষয়টি বিযুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন**

পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানের সাথে নলকূপের পানির গুনগতমানের বিষয়টি বিযুক্তকরণ সম্পর্কিত গাইড লাইন (Guidelines and Recommendation on delinking Contractor's Payments for Water Quality Results) অত্র দপ্তরের স্মারক নং ৪২১৬(১২০), তারিখ: ২৩/০৪/২০১৩ মোতাবেক জারী করা হয়েছে। উক্ত গাইড নিম্নে বর্ণিত হলো:-

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা অফিস এলাকা ভিত্তিক পানির উৎসের প্রযুক্তি চিহ্নিত করবে। অতঃপর জেলা অফিস ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড ভিত্তিক নলকূপের গড় গভীরতা নির্ণয় করবে। এক্ষেত্রে কোন জটিলতা/ সমস্যা দেখা দিলে সার্কেল পর্যায়ে নিরসনের প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে। সমস্যাটি সার্কেল পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মাধ্যমে অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল কমিটির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করতে হবে। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ভিত্তিক গড় গভীরতার ভিত্তিতে দরপত্র দলিল প্রণয়ন করতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদেরকে অভীষ্ট গভীরতার বিষয়টি অবগত করতে হবে।

৩. নির্দিষ্ট নলকূপের গভীরতা অভীষ্ট গভীরতার  $\pm 10\%$  গ্রহন করা যাবে। তবে পরিমাপকৃত ও রেকর্ডকৃত গভীরতার মধ্যে যেন কোন তারতম্য না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও পরিদর্শনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

ক) স্ট্রেইনার সঠিক গভীরতায় বসানো;

খ) নলকূপের উন্নয়ন ও প্লাটফর্ম নির্মাণ;

গ) সঠিক ভাবে পানির নমুনা সংগ্রহ এবং ফিল্ড কিটের দ্বারা আর্সেনিক টেস্ট;

ঘ) আইডি প্লেট স্থাপন;

ঙ) সকল রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও অধিদপ্তরের MIS/GIS ইউনিটে প্রেরণ।

৫. অভীষ্ট গভীরতায় স্থাপিত যে সকল নলকূপের পানির গুণগতমান গ্রহনযোগ্য হবে না ঐ সকল নলকূপের জন্য এডিপিতে পৃথক বরাদ্দ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্থান নির্ধারন প্রক্রিয়া অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে না। তবে বিষয়টি ওয়াটস্যান কমিটিকে অবহিত করতে হবে এবং এর জন্য সহায়ক চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে।

৬. প্রতি অর্ধবছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পানির উৎস স্থাপনের কাজ শুরুর প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে যাতে করে যথাযথ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মাধ্যমে এর গুণগতমান নিশ্চিত করা যায়।

৭. ২০১৪-১৫ অর্ধবছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পানির গুণগতমানের সাথে ঠিকাদারকে বিল দেয়া সম্পর্কিত দরপত্র দলিলের ধারাটি বিলুপ্ত হবে এবং এ সম্পর্কিত উপরে বর্ণিত গাইড লাইন যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

### পানির গুণগতমান পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত গাইডলাইন

পানির গুণগতমান পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত গাইডলাইন (Guidelines and Recommendation on the Process of Testing Water Quality in DPHE Laboratories for newly Installed Water Points) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। লাইন নিম্নে বর্ণিত হলো:-

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স সার্কেল (WQMSC) – জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত সকল পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ অর্থ বছরের শুরুতেই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিতব্য পানির উৎসের সংখ্যা সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স সার্কেলের (WQMSC) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কে অবহিত করবেন। স্থাপিতব্য উৎসের পানির

গুণগতমান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল (HPD বোতল সহ) অর্থ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দ করা হবে। নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল ব্যয় প্রকল্প হতে নির্বাহ করা হবে।

৩. মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের চাহিদার ভিত্তিতে WQMSC কর্তৃক নমুনা সংগ্রহের জন্য Acidified/ non acidified HDP বোতল সহ সরবরাহ করা হবে যা নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপজেলা অফিসে বিতরণ করবেন। উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেকানিকগণের সহায়তায় যথাযথভাবে নমুনা সংগ্রহ করে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী পরীক্ষার জন্য আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য নমুনা সংগ্রহের বোতলে অবশ্যই “Water Point ID” এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাপকৃত গভীরতা লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৪. নমুনা সংগ্রহের সময় ফিল্ড টেস্ট কিট দ্বারা মেকানিকগণ পানির গুণগতমান বিশেষত আর্সেনিকের উপস্থিতি পরীক্ষা করবেন। প্রাপ্ত ফলাফল উপজেলা অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. পরিকল্পনা সার্কেল নতুন ডিপিপি প্রণয়নকালে স্থাপিত পানির উৎসের পানির নমুনা সংগ্রহ ও গুণগতমান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখবে এবং গুণগতমান পরীক্ষার জন্য নলকূপ মেকানিক-কে প্রয়োজনীয় ব্যয় (সম্মানী/ ভাতা) পরিশোধের পদ্ধতি প্রণয়ন করবে। এছাড়া পরীক্ষিত পানির উৎসের মধ্য হতে ৫%-১% পানির উৎসের গুণগতমান পুনঃপরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সংস্থান রাখবে।

৬. আঞ্চলিক ল্যাবরেটরী পানি পরীক্ষার সকল তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অফিস ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে তথ্যাদির কপি প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী উক্ত সকল তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এমআইএস ইউনিটে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত তথ্য অবশ্যই WPID অনুযায়ী হতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী হতে প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

৭. ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে পানির গুণগতমান পরীক্ষার বিষয়ে বর্ণিত এ প্রজ্ঞাপন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

## Contribution money

Sl. No	Technological Option Of Rural Water Supply	Approximate Cost(Taka) of Installation/Construction	Contribution money for the option from the Users (Taka)
1	Shallow Tubewell	22000	1500.00
2	Deep Tubewell (No. 6 Pump)	82000	7000.00
3	Tara (Shallow)	36000	2500.00
4	Tara (Deep)	93000	7000.00
5	Ring Well	90000	3500.00
6	Pond Sand Filter (PSF)	66000	4500.00
7	SST/VSST	23000	2500.00

8	Rain water Harvesting System	42000	1500.00
---	------------------------------	-------	---------

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

- ১। আবেদনকারীর নাম :-----  
 পিতার নাম :-----  
 মাতার নাম :-----  
 বর্তমান ঠিকানা :-----  
 স্থায়ী ঠিকানা :-----  
 ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে):-----  
 পেশা :-----
- ২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) :-----
- ৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/ সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) :-----
- ৪। তথ্য গ্রহনকারীর নাম ও ঠিকানা :-----
- ৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :-----

৬। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা :-----  
৭। আবেদনের তারিখ :-----

### আপীল আবেদনপত্র

- ১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা  
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যম সহ):-----
- ২। আপীলের তারিখ :-----
- ৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ  
আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) :-----
- ৪। যার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ  
আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) :-----
- ৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-----
- ৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ  
হবার কারণ (যদি থাকে) :-----
- ৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি :-----
- ৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন :-----
- 
- ৯। অন্য কোন তথ্য যা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য  
আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন :-----

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

### Different type of Laboratory tests performed by DPHE central and zonal labs & its fees

Sl. No	Water quality parameters	No. of test	Unit cost	Total cost
01	PH (Central + Zonal Lab)		50.00	
02	Colour (Central + Zonal Lab)		250.00	
03	Temperature (Central Lab Only)		50.00	
04	Taste (Central Lab Only)		50.00	
05	Odour (Central + Zonal Lab)		50.00	
06	Turbidity (Central + Zonal Lab)		50.00	
07	Conductivity (Central + Zonal Lab)		50.00	

08	Salinity (Central + Zonal Lab)		50.00	
09	Alkalinity (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) (Central + Zonal Lab)		100.00	
10	Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> ) (Central + Zonal Lab)		150.00	
11	Oxidation-Reduction Potential (ORP) (Central Lab Only)		50.00	
12	Total Dissolved Solid (TDS) (Central + Zonal Lab)		50.00	
13	Total Suspended Solid (TSS) (Central + Zonal Lab)		150.00	
14	Phosphate (Central + Zonal Lab)		250.00	
15	Chlorine(Residual) (Central Lab Only)		150.00	
16	Chloride (Central + Zonal Lab)		250.00	
17	Iodine (Central + Zonal Lab)		250.00	
18	Fluoride (Central + Zonal Lab)		250.00	
19	Nitrogen (Ammonia) (Central + Zonal Lab)		250.00	
20	Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab)		250.00	
21	Nitrogen (Nitrite) (Central + Zonal Lab)		250.00	
22	Dissolved Oxygen(DO) (Central Lab Only)		50.00	
23	Sulfide (Central Lab Only)		250.00	
24	Sulfate (Central Lab Only)		250.00	
25	Chemical Oxygen Demand(COD) (Central Lab Only)		400.00	
26	Biological Oxygen Demand(BOD) 5days (Central Lab Only)		450.00	
27	Arsenic (Central + Zonal Lab)		450.00	
28	Aluminum (Central Lab Only)		450.00	
29	Barium (Central Lab Only)		450.00	
30	Calcium (Central Lab Only)		450.00	
31	Chromium (Central Lab Only)		450.00	
32	Cadmium (Central Lab Only)		450.00	
33	Copper (Central Lab Only)		450.00	
34	Iron (Central + Zonal Lab)		450.00	
35	Lead (Central Lab Only)		450.00	
36	Manganese (Central + Zonal Lab)		300.00	



37	Magnesium (Central Lab Only)		300.00	
38	Mercury (Central Lab Only)		500.00	
39	Nickel (Central Lab Only)		450.00	
40	Potassium (Central Lab Only)		300.00	
41	Selenium (Central Lab Only)		450.00	
42	Sodium (Central Lab Only)		300.00	
43	Zinc (Central Lab Only)		450.00	
44	Fecal Coliform (Central + Zonal Lab)		400.00	
45	Total Coliform (Central + Zonal Lab)		400.00	

**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের আওতাভুক্ত জেলা ও পৌরসভা সমূহের নামের তালিকাঃ**

প্রকল্পের নামঃ থানাসদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২)

ক্রমিকনং	জেলা	পৌরসভা
১	বরিশাল	বানারীপাড়া
২	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ
৩	বরিশাল	গৌরনদী
৪	বরগুনা	আমতলী
৫	বরগুনা	পাথরঘাটা
৬	ভোলা	চরফ্যাশন
৭	ভোলা	লালমোহন
৮	ঝালকাঠি	নলছিটি
৯	পটুয়াখালী	গলাচিপা
১০	পটুয়াখালী	কলাপাড়া
১১	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ
১২	চাঁদপুর	কচুয়া
১৩	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ
১৪	কুমিল্লা	লাকসাম
১৫	লক্ষীপুর	রায়পুরা
১৬	জামালপুর	সরিষাবাড়ী
১৭	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর
১৮	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব
১৯	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর
২০	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা
২১	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ
২২	টাঙ্গাইল	গোপালপুর
২৩	মাদারীপুর	কালকিনি
২৪	মাদারীপুর	শিবচর
২৫	রাজবাড়ী	পাংশা
২৬	চুয়াডাঙ্গা	দর্শনা
২৭	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর
২৮	যশোর	কেশবপুর
২৯	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ
৩০	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর
৩১	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
৩২	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা
৩৩	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
৩৪	কুষ্টিয়া	কুমারখালী
৩৫	কুষ্টিয়া	মিরপুর
৩৬	সাতক্ষীরা	কলারোয়া
৩৭	নওগা	নাজিরপুর
৩৮	পাবনা	ঈশ্বরদী
৩৯	দিনাজপুর	পার্বতীপুর
৪০	নীলফামারী	সৈয়দপুর

৪১	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ
৪২	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
৪৩	সুনামগঞ্জ	দিরাই
৪৪	সুনামগঞ্জ	ছাতক
৪৫	সিলেট	বিয়ানীবাজার

প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট।

ক্রমিকনং	জেলা
১	বরিশাল
২	পিরোজপুর
৩	ব্রাহ্মনবাড়িয়া
৪	চাঁদপুর
৫	চট্টগ্রাম
৬	কুমিল্লা
৭	ফেনী
৮	লক্ষীপুর
৯	নোয়াখালী
১০	ঢাকা
১১	কিশোরগঞ্জ
১২	নারায়ণগঞ্জ
১৩	ফরিদপুর
১৪	গোপালগঞ্জ
১৫	মাদারীপুর
১৬	মানিকগঞ্জ
১৭	মুন্সীগঞ্জ
১৮	টাঙ্গাইল
১৯	বাগেরহাট
২০	যশোর
২১	খুলনা
২২	সাতক্ষীরা
২৩	মাগুরা
২৪	ঝিনাইদহ
২৫	নড়াইল
২৬	মৌলভীবাজার
২৭	সুনামগঞ্জ
২৮	হবিগঞ্জ
২৯	সিলেট
৩০	কুড়িগ্রাম
৩১	বগুড়া
৩২	রংপুর
৩৩	বরগুনা

প্রকল্পের নামঃ ৪০ পৌরসভা এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (ফেইজ-২)

ক্রমিকনং	জেলা	পৌরসভা
১	বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ
২	ভোলা	বোরহানউদ্দিন
৩	পিরোজপুর	সরুপকাঠি
৪	চাঁদপুর	শাহরাস্তী
৫	চাঁদপুর	চেংগারচর
৬	কুমিল্লা	দাউদকান্দি
৭	কক্সবাজার	চকরিয়া
৮	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ
৯	নোয়াখালী	কবিরহাট
১০	ঢাকা	সাভার
১১	ফরিদপুর	ভাংগা
১২	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদি
১৩	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া
১৪	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর
১৫	মুন্সীগঞ্জ	মিরকাদিম
১৬	ময়মনসিংহ	ক্রিশাল
১৭	নরসিংদী	পলাশ (ঘোড়াশাল)
১৮	নরসিংদী	মনোহরদী
১৯	নরসিংদী	শিবপুর
২০	শরীয়তপুর	নড়িয়া
২১	শরীয়তপুর	ডামুড্যা
২২	শরীয়তপুর	জাজিরা
২৩	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ
২৪	শেরপুর	নালিতাবাড়ী
২৫	যশোর	নোয়াপাড়া
২৬	যশোর	ঝিকরগাছা
২৭	নড়াইল	কালিয়া
২৮	নাটোর	গুরুদাসপুর
২৯	নাটোর	সিংড়া
৩০	পাবনা	বেড়া
৩১	পাবনা	সাথিয়া
৩২	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর
৩৩	চাপাইনবাবগঞ্জ	রোহনপুর
৩৪	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী
৩৫	দিনাজপুর	সেতাবগঞ্জ
৩৬	দিনাজপুর	বিরামপুর
৩৭	বগুড়া	গাবতলী
৩৮	বগুড়া	সান্তাহার
৩৯	হবিগঞ্জ	মাধবপুর
৪০	সিলেট	কালিগঞ্জ (জকিগঞ্জ)

প্রকল্পের নামঃ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।

ক্রমিকনং	জেলা
১	ফরিদপুর
২	শরীয়তপুর
৩	গোপালগঞ্জ
৪	রাজবাড়ী
৫	মুন্সীগঞ্জ
৬	টাঙ্গাইল
৭	গাজীপুর
৮	মানিকগঞ্জ
৯	জামালপুর
১০	কক্সবাজার
১১	ফেনী
১২	কুমিল্লা
১৩	চাঁদপুর
১৪	হবিগঞ্জ
১৫	সুনামগঞ্জ
১৬	রংপুর
১৭	বগুড়া
১৮	কুড়িগ্রাম
১৯	দিনাজপুর
২০	নীলফামারী
২১	গাইবান্ধা
২২	ঠাকুরগাঁও
২৩	পঞ্চগড়
২৪	লালমনিরহাট
২৫	পাবনা
২৬	নওগাঁ
২৭	নবাবগঞ্জ
২৮	ঝালকাঠি
২৯	ভোলা
৩০	বরগুনা
৩১	পটুয়াখালী
৩২	মাগুরা
৩৩	নড়াইল
৩৪	মেহেরপুর
৩৫	সাতক্ষীরা
৩৬	কুষ্টিয়া
৩৭	চুয়াডাঙ্গা

প্রকল্পের নামঃ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ

ক্রমিকনং	জেলা	পৌরসভা
১	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
২	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
৩	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
৪	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
৫	যশোর	যশোর সদর
৬	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর
৭	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
৮	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
৯	চাপাই নবাবগঞ্জ	চাপাই নবাবগঞ্জ সদর
১০	পাবনা	পাবনা সদর

প্রকল্পের নামঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্প

ক্রমিকনং	জেলা
১	গোপালগঞ্জ
২	নেত্রকোনা
৩	গাইবান্ধা
৪	কুড়িগ্রাম
৫	সিরাজগঞ্জ
৬	সিলেট
৭	কুমিল্লা
৮	কক্সবাজার

ক্রঃনং	প্রধান প্রকৌশলীর নাম	দপ্তর
১	জনাব মোঃ রশিদুল হক	প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়

ক্রঃনং	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গণের তালিকা	দপ্তর
১	জনাব মোঃ রশিদুল হক	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত) এর কার্যালয়
২	জনাব এ. কে. এম ইব্রাহিম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর কার্যালয়
৩	জনাব এ. কে. এম ইব্রাহিম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ) এর কার্যালয়

ক্রঃনং	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	দপ্তর
১	জনাব রবিন রায়হান আহমেদ	ঢাকা সার্কেল
২	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	ভান্ডার সার্কেল
৩	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	পানির গুনগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সার্কেল
৪	জনাব তুষারমোহনসাধুখাঁ	পরিকল্পনা সার্কেল
৫	জনাব মোঃ বজলুল হক	ফিজিবিলাটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল
৬	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল
৭	জনাব এস. এম. শহিদুল ইসলাম	বরিশাল সার্কেল
৮	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান	চট্টগ্রাম সার্কেল
৯	জনাব ফিরোজ আলম চৌধুরী	পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল
১০	জনাব মোঃ জামানুর রহমান	ফরিদপুর সার্কেল
১১	জনাব এস. এম. ওয়াহিদুল ইসলাম	খুলনা সার্কেল
১২	জনাব আবু জার মোঃ মাসুদুর রহমান	রাজশাহী সার্কেল
১৩	জনাব মোঃ বাহার উদ্দিন মৃধা	রংপুর সার্কেল
১৪	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল	সিলেট সার্কেল

**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের প্রকল্প পরিচালক গণের তালিকা**

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালক	মোবাইল নম্বর
১	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনাব নূর আহমেদ	০১৭১২১২২৫৪৬
২	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট	জনাব মীর আব্দুস সাহিদ	০১৫৫৮৩০৯০৬৩
৩	থানা সদর এন্ড গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প ( ২য় পর্ব )	জনাব মুহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া	০১৯৩৭৫৮৫০৩৪
৪	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্প	জনাব এহতেশামুল রাসেল খান	০১৫৫৬৩৭৭৩২০
৫	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ( ২য় পর্যায় ) প্রকল্প	জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন	০১৫৫৮৩৪৯১৪৭
৬	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ	০১৭১৫০৩৪০০৮
৭	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ( ৩য় পর্ব )	জনাব মোঃ আব্দুল মোম্মাফ	০১৭১১০৫৭৭২৯
৮	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনাব মোঃ মোস্তফা	০১৬৮৪৫৪৬৯৯৫
৯	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/ জলাশয় সমূহের পুনঃখনন/ সংস্কার প্রকল্প	জনাব মোঃ শামসুলআলম	০১৭১১২৭৬৯২৩
১০	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা প্রকল্প	জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	০১৮১৫৫০০০৬৯
১১	বান্দরবন জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	০১৭২৭৩৯৫২৮০
১২	গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার পানিসরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি করণ প্রকল্প	জনাব মোঃ তোজাম্মেল হক	০১৭১৬৭২৭৫১৩
১৩	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনাব অনুপমদে	০১৮৪৫১০৭৮৯৪
১৪	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	০১৭২৭৩৯৫২৮০
১৫	সাবেক ছিট মহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জনাব মোঃ মোস্তফা	০১৬৮৪৫৪৬৯৯৫
১৬	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	০১৭১১০৩৩১১৫
১৭	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ ( CDSP-IV ) ডিপিএইচই অংশ	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম খান	০১৭৩৩৭৭৩৩৭৭
১৮	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	জনাব রবিন রায়হান আহমেদ	০১৭১৫০৮৯৬৯৪
১৯	টঙ্গী শহরে পানিসরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ প্রকল্প	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	০১৭১২২০৩৩৫৬



**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী গণের তালিকা**

ক্রমিকনং	নাম	জেলা	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ	ঢাকা বিভাগ	০১৭১১৭০৭৯০৩
২	জনাব মুহাম্মদ ছামিউল হক	ময়মনসিংহ বিভাগ	০১৭১২৬৮৭৪২৮
৩	জনাব মোঃ ইবনে মায়াজ প্রামাণিক	টাঙ্গাইল বিভাগ	০১৭২২১০৯৮২২
৪	জনাব জহির সোহেল	জামালপুর বিভাগ	০১৭১১০২২৪০৫
৫	জনাব মাহমুদুর রশিদ মজুমদার	নারায়নগঞ্জ জেলা	০১৭১১২৭২৯৭৫
৬	জনাব মুহাম্মদ মশিউর রহমান	কিশোরগঞ্জ জেলা	০১৭৪৩২৪৭২১৬
৭	জনাব মোঃ জামাল হোসেন	শেরপুর জেলা	০১৯২৩৬৮৩৫৯৪
৮	জনাব মোঃ হানিফ	গাজীপুর জেলা	০১৭১৬১৫৭৬৪৬
৯	জনাব মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমত উল্লাহ	মুন্সিগঞ্জ জেলা	০১৭১৭৩১০৯৩৬
১০	জনাব মোঃ মেহরাজ হোসেন	নেত্রকোনা জেলা	০১৭৩১৪৭০৯৫৮
১১	জনাব বিধান চন্দ্র দে	মানিকগঞ্জ জেলা	০১৭১২০৩০১৭৬
১২	জনাব বশির আহম্মেদ	নরসিংদী জেলা	০১৭১৬৭৭৪২১৫
১৩	জনাব মোঃ জাহিদ পারভেজ	খুলনা বিভাগ	০১৯১১৫২২৯৭০
১৪	জনাব এস.এম. শামীম আহমেদ	বাগেরহাট জেলা	০১৭১২৬৫৮৩০২
১৫	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	সাতক্ষীরা জেলা	০১৭১২১৮৭৩২০
১৬	জনাব মনজুর মোশাররফ	যশোর বিভাগ	০১৭০৮৫২৪২৮৫
১৭	জনাব মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান	কুষ্টিয়া বিভাগ	০১৭৫৮৬৪৩৬৫০
১৮	জনাব মোঃ রশিদুল আলম	ঝিনাইদহ জেলা	০১৭১৪২৬১৪৬৩
১৯	জনাব মনজুর মোশাররফ	মাগুরা জেলা	০১৭০৮৫২৪২৮৫
২০	জনাব এসএম কয়েস	নড়াইল জেলা	০১৭১৫২৯২২৮৭
২১	জনাব মোহাম্মদ নুরুল কবির ভূইয়া	চুয়াডাঙ্গা জেলা	০১৮১৭২১২২৪১
২২	জনাব মোঃ আব্দুর গফফার মোল্লা	মেহেরপুর জেলা	০১৭১৫৫০৯০৯৬
২৩	জনাব দীপক চন্দ্র তালুকদার	মংলা বিভাগ	০১৭১২০৬৯০৮৫
২৪	জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান	রাজশাহী বিভাগ	০১৭১০৪৬৫৯৫০
২৫	জনাব মোঃ আহসান হাবিব	পাবনা বিভাগ	০১৭১১৯০৫৮৬২
২৬	জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান	বগুড়া বিভাগ	০১৭৫৪৮৪৭৭৮৮
২৭	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	০১৯৫৯৭৯৭৫১০
২৮	জনাব মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার	সিরাজগঞ্জ জেলা	০১৭১১৩৬০৩৬৭
২৯	জনাব আলমগীর মিয়া	নাটোর জেলা	০১৭১৩১৪১৬৫৯
৩০	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	নওগাঁ জেলা	০১৭১৯৫৪৭৫১০
৩১	জনাব মোঃ আলী আজগর	জয়পুরহাট জেলা	০১৫৫৮৩৫৪০৩৭
৩২	জনাব মোঃ মঈনুল হাসান	বরিশাল বিভাগ	০১৭৬১৪৩৩৫৬৭

৩৩	জনাব সরদার শামসুল ইসলাম	পটুয়াখালী বিভাগ	০১৭১৭৫৭২৫১৪
৩৪	জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ খান	বরগুনা জেলা	০১৬৭৭২৭৪৫০৯
৩৫	জনাব মোঃ আকমল হোসেন	ভোলা জেলা	০১৭৯৭৯৮৫৫৯৮
৩৬	জনাব মোঃ বাদশাহ মিয়া	ঝালকাঠী জেলা	০১৭১১৯৬৯১৮৭
৩৭	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	পিরোজপুর জেলা	০১৭১২৮৮০২১০
৩৮	জনাব মাহমুদ কবির চৌধুরী	চাঁদপুর জেলা	০১৭১৫০৬১০১৫
৩৯	জনাব মাহবুবুর রহমান	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা	০১৭১৬২৩১৯৪২
৪০	জনাব মোঃ খালেদুজ্জামান	কুমিল্লা বিভাগ	০১৮১৪৯০১৩৮০
৪১	জনাব সুমন রায়	চট্টগ্রাম বিভাগ	০১৬৮৬৫৪০৬৩৩
৪২	জনাব মোঃ রওশন আলম	নোয়াখালী বিভাগ	০১৭১২১৪৮১০৪
৪৩	জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	কক্সবাজার জেলা।	০১৮১৫৫০০০৬৯
৪৪	জনাব ঋত্বিক চৌধুরী	ফেনী জেলা	০১৮১৯৫২০০০৬
৪৫	জনাব পলাশ চন্দ্র দাশ	লক্ষ্মীপুর জেলা	০১৯১৪১৬২৮৪৭
৪৬	জনাব মোঃ ইয়াসিন আরাফাত	রংপুর বিভাগ	০১৬৭৫৪০৫২৩৮
৪৭	জনাব মোঃ মুরাদ হোসেন	দিনাজপুর বিভাগ	০১৭১৫১২৫৩০৭
৪৮	জনাব মোঃ মাহমুদ আলম	নীলফামারী জেলা	০১৭১১০০৫৪৪৭
৪৯	জনাব বজলার রহমান	লালমনিরহাট জেলা	০১৭১২৫০০৩৩৪
৫০	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন তালুকদার	কুড়িগ্রাম জেলা	০১৭৬২৮১৬৪৫৭
৫১	জনাব মোঃ মাহমুদআলম	গাইবান্ধা জেলা	০১৭১১০০৫৪৪৭
৫২	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	ঠাকুরগাঁও জেলা	০১৭২১৮৫২৮৫২
৫৩	জনাব মোঃ শফিকুল আলম	ফরিদপুর বিভাগ	০১৭৩৫৪৫৭৬৭৬
৫৪	জনাবইব্রাহীম মোঃ তৈমুর	রাজবাড়ী জেলা	০১৭১৯১৬৯২৩৪
৫৫	জনাব দীপক চন্দ্র তালুকদার	গোপালগঞ্জ জেলা	০১৭১২০৬৯০৮৫
৫৬	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	মাদারীপুর জেলা	০১৭১৭৮৩৬৩৮৯
৫৭	জনাব ফাহিম হাসান সিরাজী	শরীয়তপুর জেলা	০১৮১৫৭৭৯২৭০
৫৮	জনাব মশিউর রহমান তালুকদার	সিলেট বিভাগ	০১৭১৬১৭৫৩৮৩
৫৯	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	সুনামগঞ্জ জেলা	০১৭২২৯৭০৫৬১
৬০	জনাব সোহরাব উদ্দিন আহমেদ	মৌলভীবাজার জেলা	০১৮১৬৪৪৩৯৯৩
৬১	জনাব মোহাম্মদ নুরুল কবির ভুইয়া	হবিগঞ্জ জেলা	০১৮১৭২১২২৪১
৬২	জনাব অনুপম দে	রাঙ্গামাটি বিভাগ	০১৮৪৫১০৭৮৯৪
৬৩	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	বান্দরবান জেলা	০১৭২৭৩৯৫২৮০
৬৪	জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	খাগড়াছড়ি জেলা	০১৭২৭৩৯৫২৮০
৬৫	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	পঞ্চগড় জেলা	০১৯১৩৬৩৬৪৪৪





[www.dphe.gov.bd](http://www.dphe.gov.bd)